

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
থানা সেন্টার প্ল্যানিং-১
www.udd.gov.bd

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.১৪.০১৫.১৭.১০০

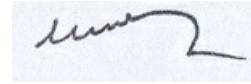
বিষয়: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস (২০১৩-২০৩৩)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণীত পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: অত্র দপ্তরের স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.১৪.০১৫.১৭.৫৮; তারিখ: ০২ এপ্রিল ২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের গেজেট প্রকাশের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সানুগ্রহ বিবেচনা ও সদয় অনুমোদনের জন্য খসড়া সংশোধিত সারসংক্ষেপ এবং খসড়া গেজেট কপিসহ সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি:

১. খসড়া সংশোধিত সার সংক্ষেপ
২. খসড়া গেজেট কপি।



০৩-১০-২০২৪
মোঃ মাহমুদ আলী
পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
২২৩৩৮২৭২৮ (ফোন)
২২৩৩৮৬৯৭৯ (ফ্যাক্স)
director.udd1965@gmail.com

সচিব, সচিবের দপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.১৪.০১৫.১৭.১০০/১ (১০)

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পরিচালক এর দপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ২। উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর (ভৌত পরিকল্পনা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৩। সিনিয়র প্ল্যানার, সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট;

- ৪। সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্ল্যানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৫। সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৬। সমাজবিজ্ঞানী, গবেষণা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৭। প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্ল্যানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৮। প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্ল্যানিং-১, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৯। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং
- ১০। প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।



০৩-১০-২০২৪

মোঃ সাইফুর রহমান

প্ল্যানার ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

সকল সংযুক্তিসমূহ:

- (১) সংযুক্তি-১ ক প্ল্যান এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
- (২) সংযুক্তি-১ খসড়া সার-সংক্ষেপ_১৪ উপজেলা প্রকল্প
- (৩) সংযুক্তি-৩ স্টিয়ারিং কমিটি সভার কার্যবিবরণী.pdf
- (৪) সংযুক্তি-১ খ সংলাগসমূহ_ম্যাপ
- (৫) সংযুক্তি-২ খসড়া গেজেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় ঐর জন্য
সারসংক্ষেপ

স্মারক নং-/

তারিখ: / / ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
/ / ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস (২০১৩-২০৩৩)”
শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণীত পরিকল্পনা অনুমোদন।

সরকারের সামগ্রিক প্রশাসনিক পুনর্গঠনের নীতিতে উপজেলাকে প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে শহর ও গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অবকাঠামোগত পরিষেবাগুলিকে পৌঁছে দেয়া অংগীকার সরকারের রয়েছে। উপজেলা লেভেলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাস, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি জমি সংরক্ষণ এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা/মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যের সাংবিধানিক এলাকার অধীনে চৌদ্দটি উপজেলার জন্য পাঁচ-স্তর-বিশিষ্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান বা মাষ্টারপ্ল্যান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উপজেলাগুলো দেশের ৬ টি বিভাগের ১১ টি জেলার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগের ৫টি জেলায় রয়েছে ৬টি উপজেলা: (১) নবাবগঞ্জ, (২) দোহার, জেলা-ঢাকা; (৩) শিবচর, জেলা-মাদারীপুর, (৪) রায়পুরা, (৫) শিবপুর, জেলা-নরসিংদী; (৬) ফরিদপুর সদর উপজেলা, জেলা-ফরিদপুর; চট্টগ্রাম বিভাগের ২টি উপজেলা (১) রামু, জেলা-কক্সবাজার; (২) রাঙ্গুনিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম; ময়মনসিংহ বিভাগের ১টি উপজেলা ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা-ময়মনসিংহ; রাজশাহী বিভাগের ৩টি উপজেলা: (১) বাগমারা, জেলা-রাজশাহী, (২) সোনাতলা, (৩) সারিয়াকান্দি, জেলা-বগুড়া; রংপুর বিভাগের ১টি সাঘাটা, জেলা-গাইবান্ধা; খুলনা বিভাগের ১টি উপজেলা (১) গাংনী, জেলা-মেহেরপুর। উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০৫৪.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের আওতাধীন মোট ১৪টি উপজেলার ৪৩৩৫.৮৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

০২। আলোচ্য প্রকল্পের অধীন ফিজিক্যাল ফিচার ও ভূমি ব্যবহার জরিপ, আর্থ-সামাজিক জরিপ, পরিবহন ও যাতায়াত জরিপ, জিওলজিক্যাল জরিপ, হাইড্রোলজিক্যাল জরিপ, জরিপ, ফরমাল-ইনফরমাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। পিআরএ জরিপ এর মাধ্যমে জন সাধারণের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে যা পরিকল্পনা প্রস্তুতাবনা তৈরীর সময় বিশেষ বিবেচনায় আনা হয়। প্ল্যানের উপর মতামত গ্রহণের জন্য ১৪ টি উপজেলায় মাস ব্যাপী গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। এ সকল জরিপসমূহের সকল তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ১৪টি উপজেলার সমগ্র এলাকার (নগর ও গ্রামীণ) জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা আগামী ২০ বছর অর্থাৎ ২০১৩ হতে ২০৩৩ পর্যন্ত উন্নয়নের গতিধারা নির্ধারনে মূল ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলার জন্য পাঁচ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

০৩। এ প্রকল্পের আওতাধীন ১৪টি উপজেলার ১৪টি উপ-আঞ্চলিক পরিকল্পনা/সাব-রিজিওনাল প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে (সংযুক্তি-১)।

০৪। সাব-রিজিওনাল প্ল্যান এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে স্ট্রাকচার প্ল্যান বা অবকাঠামোগত পরিকল্পনা। ১৪টি উপজেলার (নবাবগঞ্জ, দোহার, শিবচর, শিবপুর, রায়পুরা, ঈশ্বরগঞ্জ, বাগমারা, ফরিদপুর সদর, গাংনী, সোনাতলা, সারিয়াকান্দি, সাঘাটা, রামু এবং রাঙ্গুনিয়া) জন্য ১৪টি স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ১৪টি স্ট্রাকচার প্ল্যান রিপোর্ট,

১:১০০০০ স্কেলে ১৪টি স্ট্রাকচার প্ল্যান ম্যাপ এবং ১৪ টি উপজেলার মৌজা ভিত্তিক জমির প্রতিটি দাগের প্রস্তাবিত ভূমি-ব্যবহার তফসিল রিপোর্ট (সংযুক্তি-২)।

০৫। প্রকল্প এলাকার ১১টি উপজেলার ১২টি পৌরসভা [দোহার, শিবচর, শিবপুর, রায়পুরা, ঈশ্বরগঞ্জ, বাগমারা (২টি পৌরসভা), ফরিদপুর সদর, গাংনী, সোনাতলা, সারিয়াকান্দি এবং রাঙ্গুনিয়া) এবং ৩টি উপজেলা শহর (নবাবগঞ্জ, সাঘাটা এবং রামু) এলাকার জন্য আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ১৫ (পনের)টি আরবান এরিয়া প্ল্যান রিপোর্ট এবং ১:১৯৮০ স্কেলে ১৫টি আরবান এরিয়া প্ল্যান ম্যাপ (সংযুক্তি-৩)।

০৬। গ্রামীণ এলাকার জনগণের সাথে অনুষ্ঠিত PRA হতে প্রাপ্ত চাহিদাসমূহ, সাব-রিজিওনাল প্ল্যান এবং স্ট্রাকচার প্ল্যান হতে প্রাপ্ত স্ট্র্যাটেজি, জনসংখ্যা প্রক্ষেপন এবং প্ল্যানিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রকল্পের Rural Area Plan প্রস্তুত করা হয়েছে (সংযুক্তি-৪)। এ প্লানে নতুন হাট-বাজার, কৃষি জমি সংরক্ষণ, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং গ্রামীণ এলাকাকে তার পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে শহর এলাকার সুবিধাদি পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বারোপ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ১৪ (চৌদ্দ)টি রুরাল এরিয়া প্ল্যান রিপোর্ট এবং ১:৩৯৬০ স্কেলে ১৪টি রুরাল এরিয়া প্ল্যান ম্যাপ।

০৭। ১৪ টি উপজেলার বিভিন্ন সেক্টরের প্রকল্প ও ক্ষীমের জন্য স্থানীয় চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত করে Action Area Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ১৪টি উপজেলার ১:৩৯৬০ স্কেলে একাধিক অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান (সংযুক্তি-৫)।

০৮। “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস (২০১৩-২০৩৩)” শীর্ষক প্রকল্পের সুবিধাভোগী ১৪টি উপজেলার মোট ৩৮,৬৪,১৯৫ জন মানুষ। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত প্ল্যানসমূহ ১৪টি উপজেলা পরিষদ এবং ১২ টি পৌরসভাকে প্রদান করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে তা কাজে লাগাতে পারবে। পৌরসভাসমূহ উক্ত প্ল্যান ব্যবহার করে Land Use Clearance প্রদান করতে পারবে। উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন কাজের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণে পরিকল্পনাবিদদের কারিগরি সহযোগীতা পাবে।

০৯। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ১৪ টি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এবং ১২ টি পৌরসভায় এক মাস ব্যাপী গনশুনানী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” প্রকল্পের প্ল্যান চূড়ান্তকরণ প্রসঙ্গে গত ০৫ আগস্ট ২০১৮খ্রিঃ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণীত খসড়া চূড়ান্ত প্ল্যান গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য সুপারিশ করা হয় (সংযুক্তি-৬)।

১০। প্রণীত মাস্টার প্ল্যানটি উন্নত বাংলাদেশের আধুনিক ও সমন্বিত নগর গঠনে সহায়ক হবে।

১১। বর্ণিত অবস্থায়, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস (২০১৩-২০৩৩)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণীত মাস্টার প্ল্যান (১৪ টি সাব-রিজিওনাল প্ল্যান, ১৪ টি স্ট্রাকচার প্ল্যান, ১২টি পৌরসভার আরবান এরিয়া প্ল্যান, ৩টি উপজেলা শহর প্ল্যান এবং ১৪ টি উপজেলার রুরাল এরিয়া প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট ১৪টি উপজেলার অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান) গেজেট আকারে প্রকাশের নিমিত্ত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় ঐর সানুগ্রহ বিবেচনা ও সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

(মোঃ নবীরুল ইসলাম)
সচিব

মাননীয় উপদেষ্টা
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সাব-রিজিওনাল প্ল্যান

সাব-রিজিওনাল প্ল্যান হচ্ছে আশেপাশের উপজেলা ও জেলার প্রভাব বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট উপজেলার একটি কৌশলগত পরিকল্পনা। এটি জাতীয় নীতি এবং পরিকল্পনা, উপ-আঞ্চলিক স্তরে সেক্টরিয়াল কৌশল এবং আঞ্চলিক সংযোগের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা এবং এর আশেপাশের বিস্তৃত ভূমি ব্যবহারের জোনিং পরিকল্পনা, পরিবেশগত হট স্পট সংরক্ষণের নির্দেশিকা এবং বন, জলাভূমি, নদী এবং কৃষি জমি, প্রধান অবকাঠামো, প্রত্নতাত্ত্বিক/নৃতাত্ত্বিক স্বার্থের এলাকা ইত্যাদির মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের নির্দেশিকা রয়েছে। সাব-রিজিওনাল প্ল্যান দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যার মেয়াদ ২০ বছর।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপজেলাসমূহকে প্রধান ধারা (Mainstream) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ১৪ উপজেলাস প্রকল্পের ১৪ টি উপজেলার সাব-রিজিওনাল প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। সাব-রিজিওনাল প্ল্যানের আওতায় প্রকল্প এলাকার চৌদ্দটি উপজেলার মোট ১৭৬ টি ইউনিয়নের সকল মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজ করে মৌজাইক মৌজা বেইজ ম্যাপে ৫, ২০, ৫০ এবং ১০০ বছরের Return Period এর Flood Modeling, এক ফসলী, দুই ফসলী, তিন ফসলী জমি ম্যাপে চিহ্নিত করে কৃষি ম্যাপ প্রণয়ন, Earthquake এবং Flood inundation এই দুই ধরনের ডিজাস্টার বিবেচনা করে Composite Hazard ম্যাপ প্রণয়ন, ডিজিটাল এলিভেশন মডেল, ফাউন্ডেশন লেয়ার ও ইমারত উচ্চতা প্রস্তাবনা ম্যাপ, হাইড্রোজিওলজিক্যাল, জিওলজিক্যাল সুইটাবিলিটি ম্যাপ, জেলা সদর এবং রাজধানীর সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এলাকা চিহ্নিত করে ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকৃত সাব-রিজিওনাল প্ল্যানের একটি কপি ও একটি ম্যাপ সার-সংক্ষেপের সাথে সংযুক্ত করা হলো। (সংলাগ-১)

স্ট্রাকচার প্ল্যান

স্ট্রাকচার প্ল্যান মূলত সমগ্র উপজেলার একটি কৌশলগত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যা পরবর্তী ২০ বছরের জন্য বিস্তৃত ভূমি ব্যবহারের জোনিং ঠিক করে দিয়ে থাকে। এই জোনিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশিকা প্রদান করে। ১৪ উপজেলাস প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ১১টি জেলার মোট ১৪ টি উপজেলার (নবাবগঞ্জ, দোহার, শিবচর, শিবপুর, রায়পুরা, ঈশ্বরগঞ্জ, ফরিদপুর সদর উপজেলা, গাংনী, বাগমারা, সাঘাটা, সোনাতলা, সারিয়াকান্দী, রামু এবং রাজুনিয়া) মোট ১৪ টি স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে তিন ও দুই ফসলী কৃষি জমি সংরক্ষণ, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকে গুরুত্বারোপ করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রতিটি উপজেলার স্ট্রাকচার প্ল্যান এ প্রধান ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাবিত জোনিং যেমন কৃষি, সার্কুলেশন নেটওয়ার্ক, প্রধান বন্যা প্রবাহ অঞ্চল, সীমাবদ্ধ বিশেষ, গ্রামীণ বসতি, উপ-বন্যা প্রবাহ অঞ্চল, নগর বসতি, জল সরবরাহ সুরক্ষা অঞ্চল, জলাশয় ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন শহরে এলাকার জন্য প্রস্তাবিত জোনিংগুলি হল: কৃষি অঞ্চল, প্রশাসনিক অঞ্চল, আবাসিক অঞ্চল, বাণিজ্যিক অঞ্চল, মিশ্র ব্যবহারের অঞ্চল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ও গবেষণা, ধর্মীয় এলাকা, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, বিনোদনমূলক সুবিধা, কমিউনিটি সুবিধা, উপযোগী সুবিধা, খোলা স্থান, ট্রান্সপোর্টেশন, ওয়াটার বডি প্রোটেকশন জোন, ওয়াটার বডি ইত্যাদি। এই জোনিং প্রকল্পের ১৪টি উপজেলার শহর ও গ্রামীণ উভয় ক্ষেত্রেই এলোমেলো বৃদ্ধি রোধ করতে পারে। যেহেতু শহরে এবং গ্রামীণ উভয় এলাকায় পর্যাপ্ত পরিচলন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছে এবং বৃদ্ধি কেন্দ্রগুলি আন্তঃ এবং আন্তঃসংযুক্ত, এটি প্রকল্প এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ প্রদান করবে। ১৪টি উপজেলার জন্য প্রস্তুত করা স্ট্রাকচার প্ল্যান এর চৌদ্দটি কপি ও চৌদ্দটি ম্যাপ সার-সংক্ষেপের সাথে সংযুক্ত করা হলো। (সংলাগ-২)

আরবান এরিয়া প্ল্যান

আরবান এরিয়া প্ল্যান ১০ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা। প্রতিটি উপজেলার বিদ্যমান পৌরসভা বা উপজেলা সদর জন্য আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে যেখানে কোর নগর এলাকায় বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত বিভিন্ন সুবিধার সাধারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য পরবর্তী ২০ বছরে জন্য ফ্রিঞ্জ/পেরি/ভবিষ্যত শহরে এলাকাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, বিদ্যমান চৌদ্দটি উপজেলার সবকটিই বর্তমান বিল্ডিং ফুট প্রিন্ট এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের সাথে ভবিষ্যত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সাপোর্ট করতে পারে। প্রতিটি উপজেলার জন্য ১০০ থেকে ১৫০ একর পরিকল্পিত আবাসন প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্কের সমস্ত অনুপস্থিত লিঙ্ক চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত প্রস্থতা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত রাস্তার ন্যূনতম ২৫ ফুট রাখা হয়েছে যাতে অন্তত দুটি গাড়ি পাশ দিয়ে যেতে পারে। নগর ও গ্রামীণ উভয় এলাকার জন্য নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থায় সমস্ত অনুপস্থিত লিঙ্ক এবং আউটফল, জল প্রবাহের দিক চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা এবং চরম জলবায়ু পরিস্থিতি কমাতে সাহায্য করবে। বিভিন্ন শহরে সুবিধাদি যেমন: কঠিন বর্জ্য নিষ্পত্তি স্থান, স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ওভারহেড ট্যাঙ্ক, পার্ক, বাস/ট্রাক স্ট্যান্ড, বাণিজ্যিক স্থান/বাজার, দরিদ্র নিঃস্বদের কম খরচে আবাসন এবং পরিষেবা প্রকল্প, মিনি স্টেডিয়াম, আইসিটি পার্ক, অ্যাক্সিথিয়েটার, কেন্দ্রীয়/বিনোদন পার্ক, পরীক্ষার হল/উন্নয়ন মেলা, কমিউনিটি ক্লিনিক, খাদ্য গুদাম, কোল্ড স্টোরেজ, বধ্যভূমি, কবরস্থান/স্বাসন/কবরস্থান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, পর্যটন সাইট, কমিউনিটি সেন্টার, শিল্পকোলা একাডেমি, যুব কেন্দ্র, পাইকারি বাজার, খুচরা বাজার/গ্রামীণ বিক্রয় ও পরিষেবা, জেল, আইসিইউ এবং সিসিইউ সুবিধা সহ ২০০ শয্যার হাসপাতাল, পাইপযুক্ত জল সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাঙ্ক ইত্যাদির প্রস্তাবনা ম্যাপে দেখানো হয়েছে। এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি PRA চাহিদা বিশ্লেষণ, জনসংখ্যা অভিক্ষেপ এবং পরিকল্পনার মান দ্বারা গণনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত স্থান/স্থান নির্বাচন করা হয়েছে নৈকট্য, ভূমি ব্যবহারের উপযোগীতা বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্থানীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শের ভিত্তিতে।

১৪ উপজেলা প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকার ১১টি উপজেলার ১২টি পৌরসভা [দোহার, শিবচর, শিবপুর, রায়পুরা, ঈশ্বরগঞ্জ, বাগমারা (২টি পৌরসভা), ফরিদপুর সদর, গাংনী, সোনাতলা, সারিয়াকান্দি এবং রাজুনিয়া) এবং ৩টি উপজেলা শহর (নবাবগঞ্জ, সাঘাটা এবং রামু) এলাকার জন্য আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। আরবান এরিয়া প্ল্যানের ১৫ টি কপি ও ১৫ টি ম্যাপ সার-সংক্ষেপের সাথে সংযুক্ত করা হলো। (সংলাগ-৩)

রুরাল এরিয়া প্ল্যান

গ্রামীণ এলাকার জনগনের সাথে অনুষ্ঠিত PRA হতে প্রাপ্ত চাহিদাসমূহ, সাব-রিজিওনাল প্ল্যান এবং স্ট্রাকচার প্ল্যান হতে প্রাপ্ত স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী প্রকল্পের Rural Area Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। Rural Area Plan এ কৃষি জমি সংরক্ষন, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং গ্রামীণ এলাকাকে তার পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে শহর এলাকার সুবিধাদি প্রৌছে দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বারোপ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। রুরাল এরিয়া প্লানেও জনগণের চাহিদা, জিওলজিক্যাল, হাইড্রোলজিক্যাল কন্ডিশন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ইকোনমিক রিজিওন, শিক্ষা, চিকিৎসা, ম্যানুফ্যাকচারিং ও প্রসেসিং সুবিধা, কৃষি পণ্যের জন্য ট্রাফিক এবং পরিবহন পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রস্তাবনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

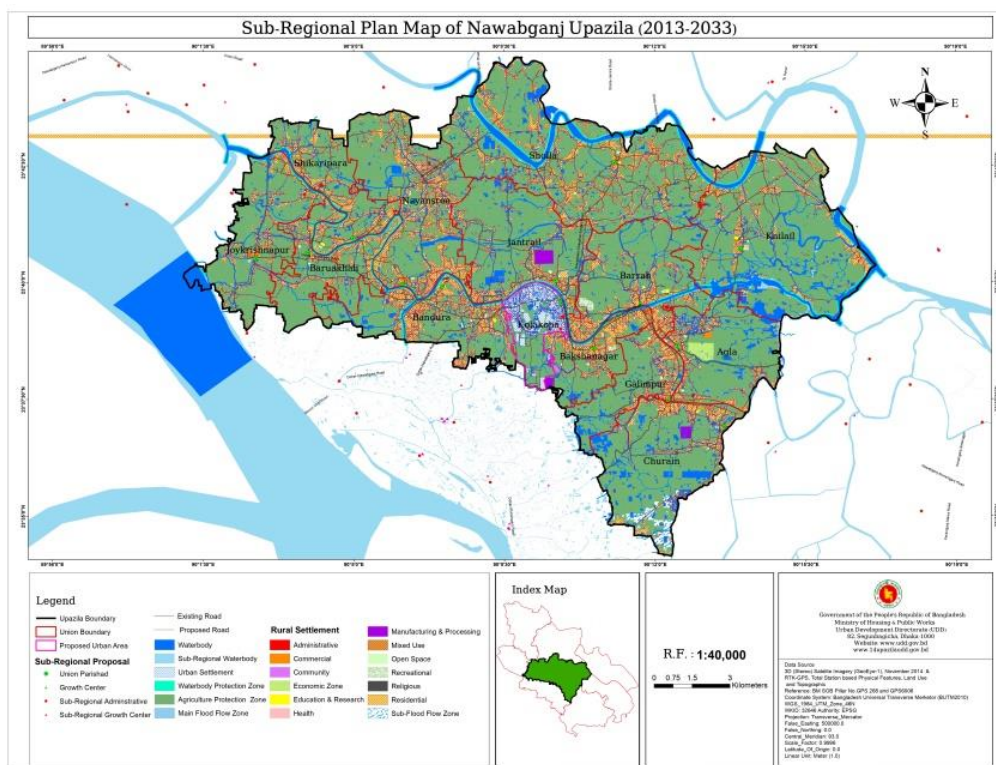
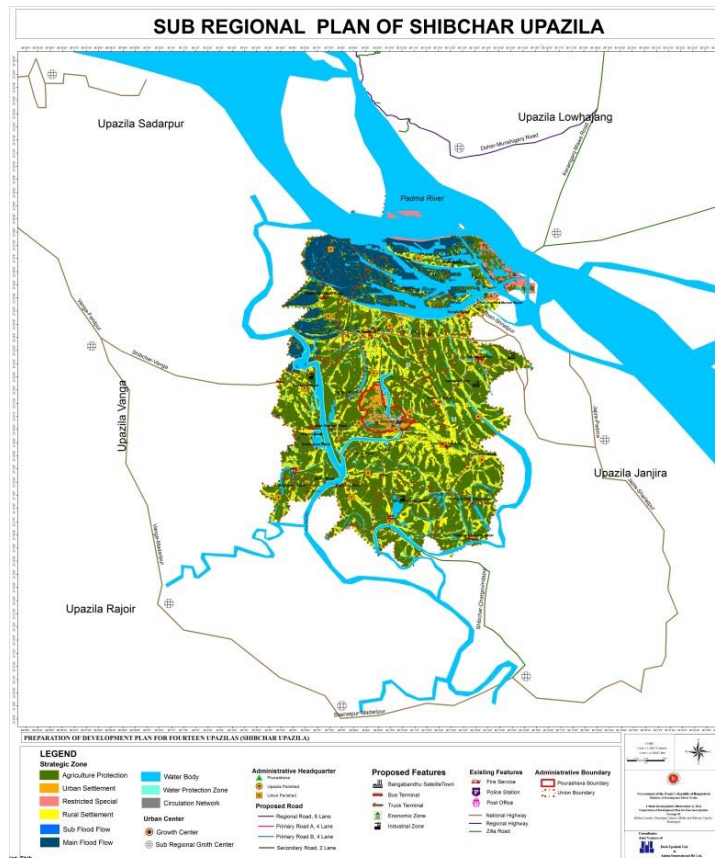
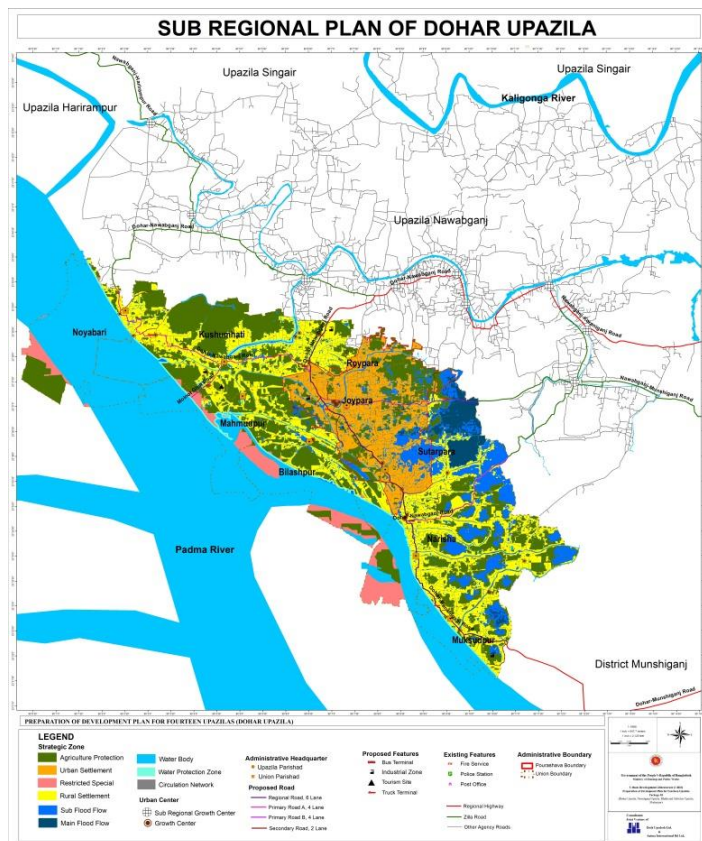
১৪টি উপজেলার জন্য প্রস্তুত করা রুরাল এরিয়া প্ল্যান এর চৌদটি কপি ও চৌদটি ম্যাপ সার-সংক্ষেপের সাথে সংযুক্ত করা হলো। (সংলাগ-৪)।

এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান

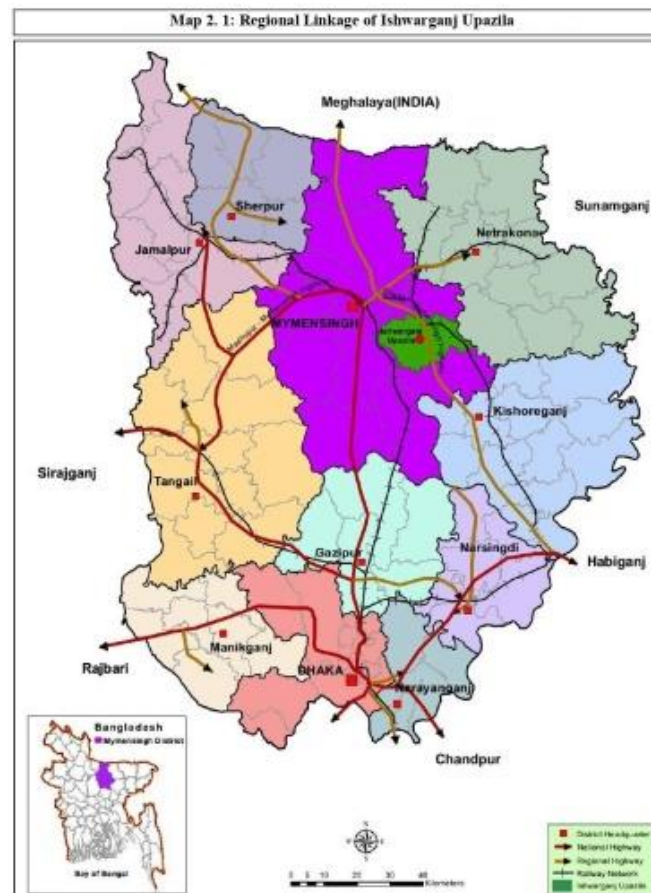
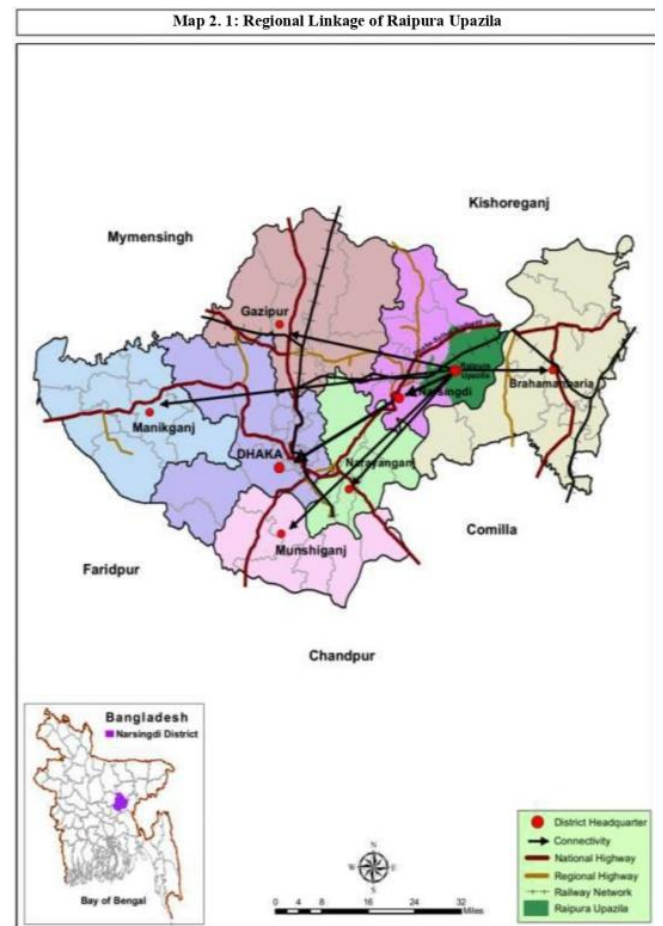
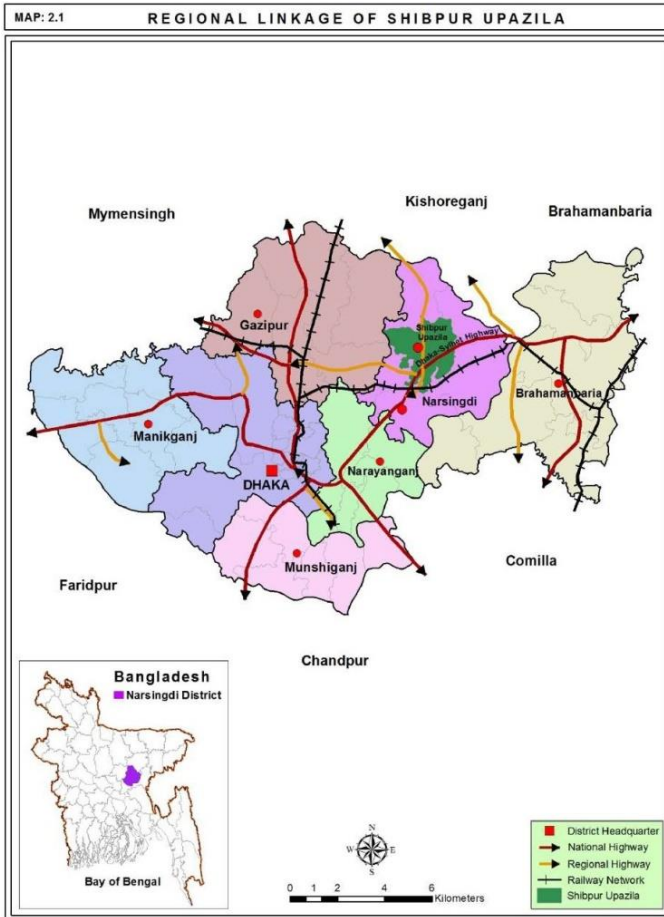
এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান হচ্ছে উপজেলা মহাপরিকল্পনার সময়কালের প্রথম পাঁচ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেক্টরাল প্রকল্প বা স্কিমসমূহ যা এখনি বাস্তবায়নযোগ্য। এগুলো স্থানীয় চাহিদা মেটাতে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তাব তৈরীর বেইজ হিসেবে কাজ করে। প্রকল্পের ১৪টি উপজেলার প্রতিটির জন্য একাধিক এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে যেমন: নবাবগঞ্জ উপজেলায় স্বল্প খরচের মডেল আবাসন, মডেল গ্রামীণ বিক্রয় ও পরিষেবা কেন্দ্র; দোহার উপজেলার মৈনট ঘাটের পর্যটন সাইট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, নদী ভাঞ্জন প্রতিরোধের জন্য কন্টিনেন্টাল বাঁধ নির্মাণ এবং শিবচর উপজেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাস্টার প্ল্যান নদী ভাঞ্জন প্রতিরোধের জন্য জিওওয়েব বাঁধ নির্মাণ; শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নে কৃষিভিত্তিক শিল্পের লে-আউট প্ল্যান, দুলালপুর ইউনিয়নের চিনারদী বিল সংলগ্ন বিনোদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং কলাগাছিয়া নদীর তীরে বিনোদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা; রায়পুরা উপজেলার শ্রীরামপুর উত্তর পাড়ায় ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডে যুব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, মুছাপুর ইউনিয়নের মতিপুর নগরে গ্রোথ সেন্টার প্রতিষ্ঠা; ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আঠারোবাড়ি ইউনিয়নের নতুন নগর এলাকা গড়ে তোলা, ৩ নং ওয়ার্ডে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং ৯ নং ওয়ার্ডে পুনর্বাসন অঞ্চলের উন্নয়ন; ফরিদপুর সদর উপজেলায় প্রশাসনিক কেন্দ্রের পুনর্গঠন, ফরিদপুরে সিটি সেন্টার এবং সিবিডির পুনঃউন্নয়ন, পর্যটনের জন্য পল্লী কবি জসীমউদ্দীনের বাড়ি রিডিজাইন, কুমার নদে ওয়াটারফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট এবং টেপাখোলাতে লেকসাইড উন্নয়ন; বাগমারা উপজেলার তাহেরপুর পৌরসভায় পাড়াভিত্তিক পার্কের উন্নয়ন, জোগী পাড়া ইউনিয়নে বীরকুটশা রাজ বাড়ি সংরক্ষণ এবং মারিয়া ইউনিয়নে কমিউনিটি জোন প্রতিষ্ঠা; গাংনী উপজেলার পৌরসভায় ফল ও সবজি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা বিনোদন পার্কের উন্নয়ন এবং ধানখোলা ইউনিয়নে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা।

তাছাড়া সাঘাটা উপজেলায় এবং সোনাতলা উপজেলার গোপাইসাহবাজপুরে ০৩ (তিন) টি ফেইজে এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন যার মধ্যে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অডিটোরিয়াম, ২৫০ শয্যার জন্য জেনারেল হাসপাতালের সম্প্রসারণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প, হেলিপ্যাড, হোটেল ও মোটেল, অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর, লঞ্চ টার্মিনাল, মসজিদ, নার্স ট্রেনিং সেন্টার, খেলার মাঠ, পাবলিক টয়লেট, সাব-রিজিওনাল পার্ক, সি প্লেন ল্যান্ডিং স্টেশন, বৃক্ষ রোপন, ট্রাক স্ট্যান্ড, ভ্যান/অটো/সিএনজি স্ট্যান্ড, বর্জ্য সংগ্রহ পয়েন্ট নির্মাণ; রামু উপজেলার গ্রোথ সেন্টারের জন্য আদর্শ পুনঃউন্নয়ন পরিকল্পনা, কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন এর উখিয়ারঘোনা মৌজাতে নিম্ন-আয়ের আবাসন প্রতিষ্ঠা এবং রাজুনিয়া উপজেলার নদী তীর রক্ষা প্রকল্প এবং উপজেলার গ্রোথ সেন্টারের জন্য আদর্শ পুনঃউন্নয়ন পরিকল্পনা শীর্ষক এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে যার কপি সার-সংক্ষেপের সাথে সংযুক্ত করা হলো। (সংলাগ-৫)।

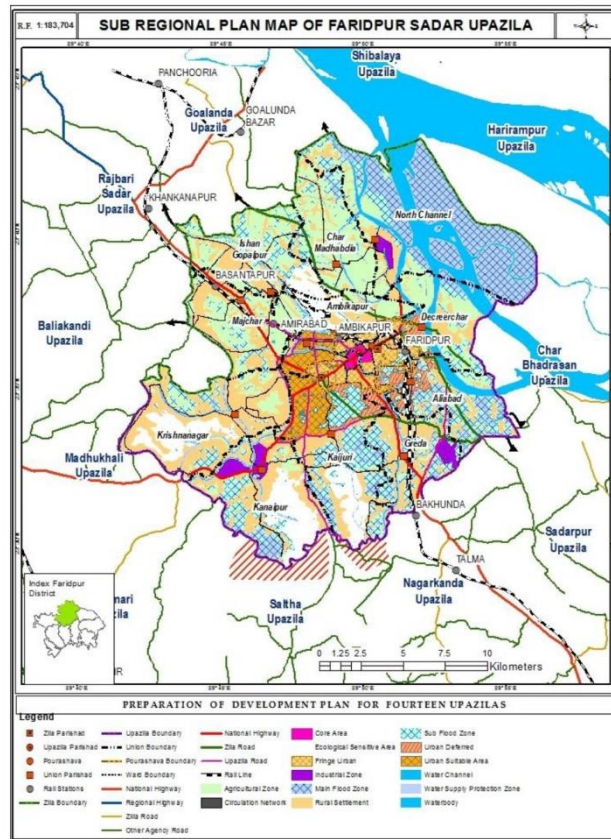
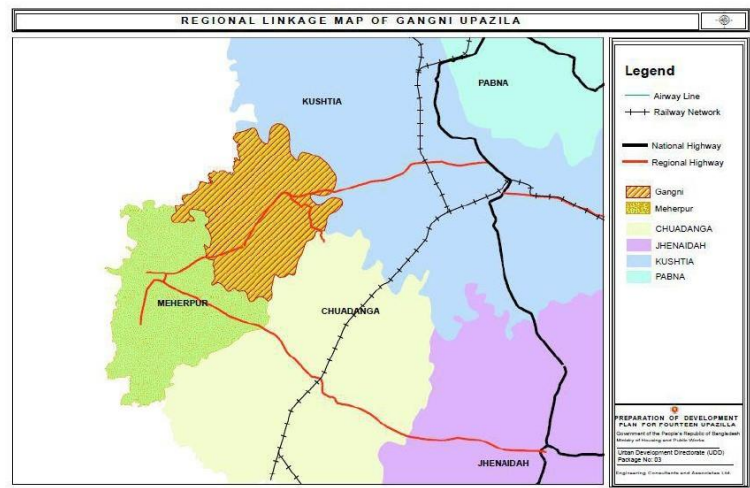
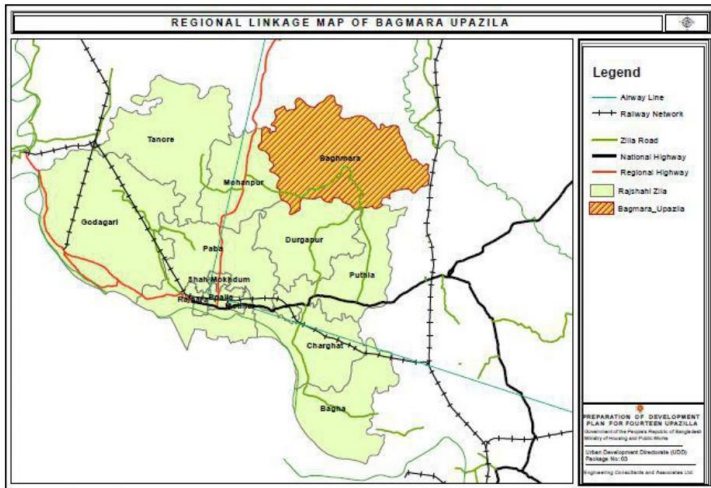
প্যাকেজ-১ (দোহার, নবাবগঞ্জ ও শিবচর উপজেলা) এর সাব-রিজিওনাল প্ল্যান (২০১৩-২০৩৩)



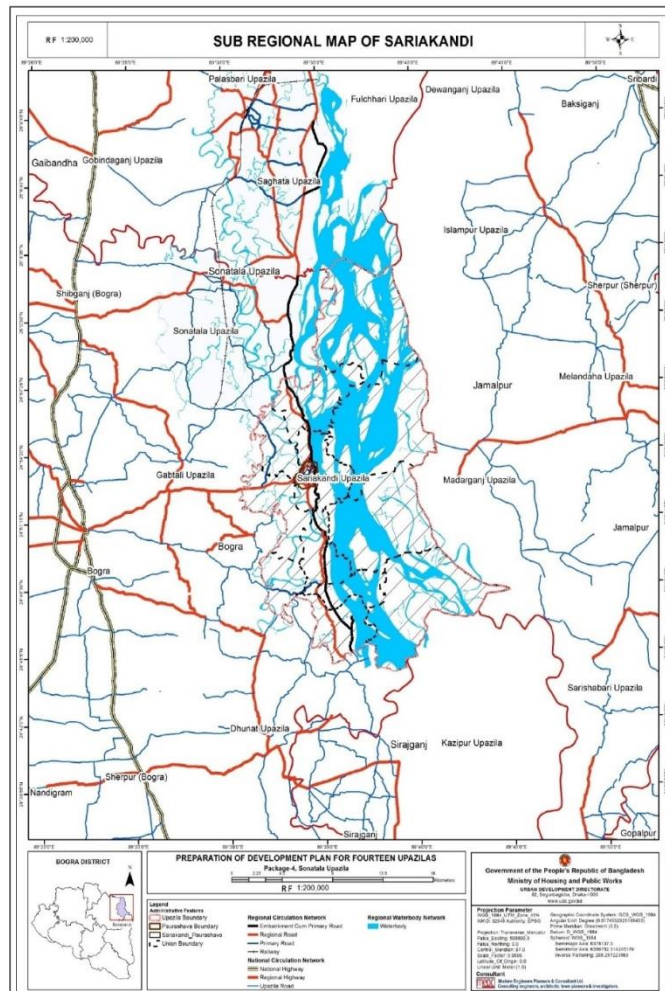
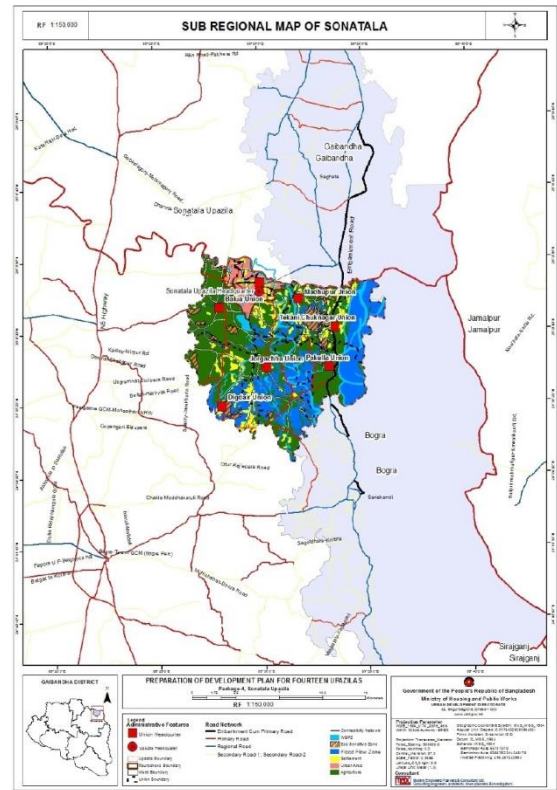
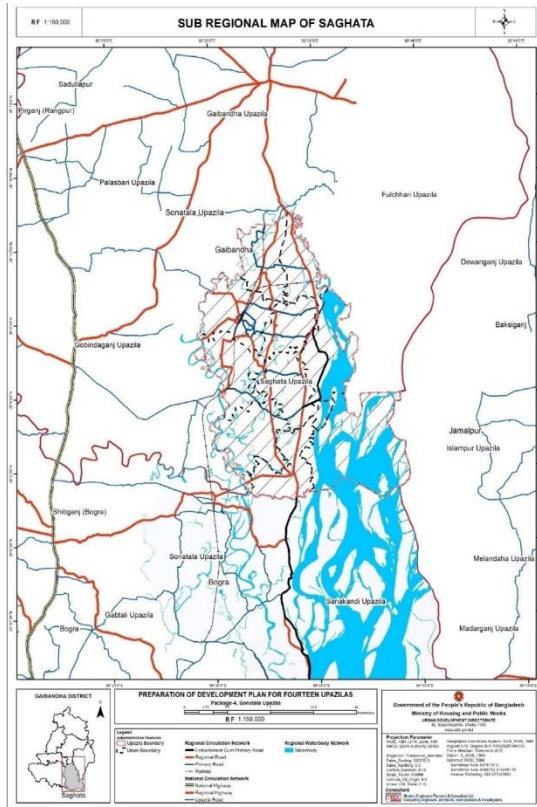
প্যাকেজ-২ (রায়পুরা, শিবপুর ও ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা) এর সাব-রিজিওনাল প্ল্যান (২০১৩-২০৩৩)



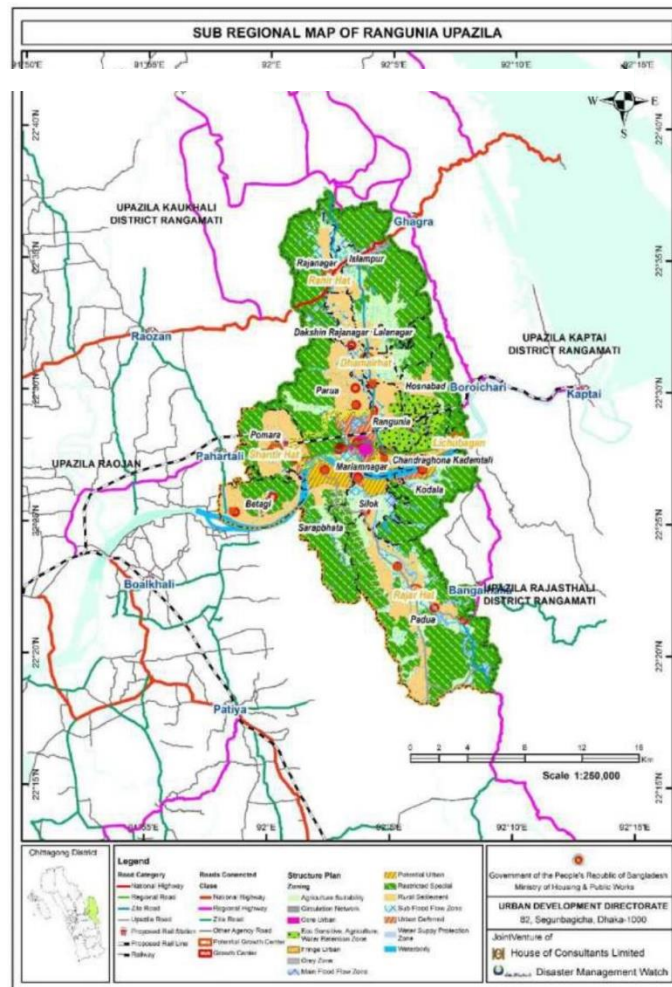
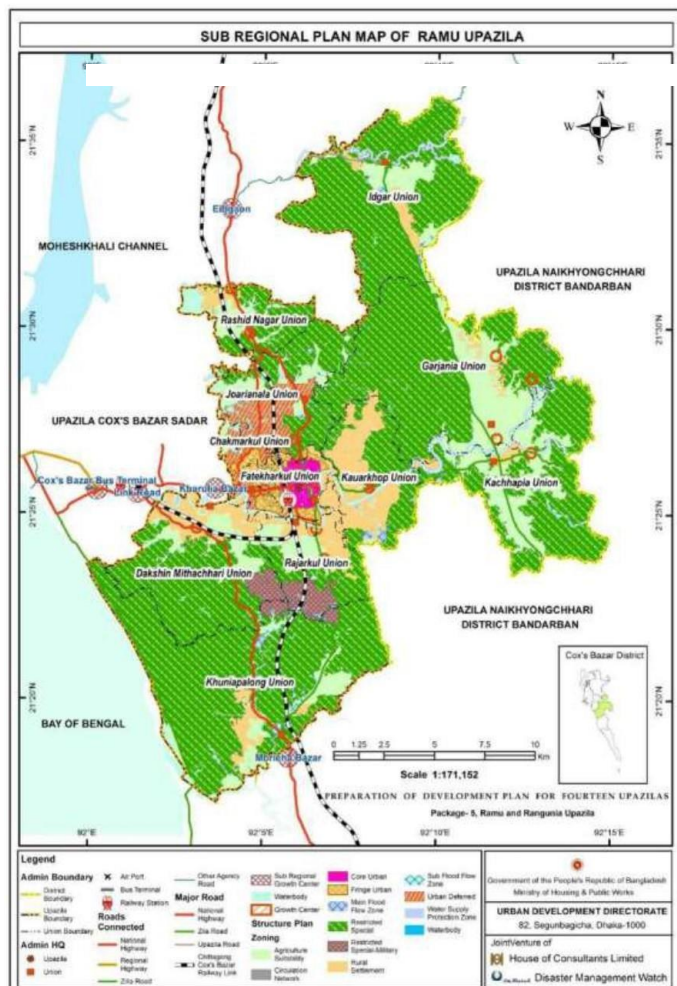
প্যাকেজ-৩ (বাগমারা, গাংনী ও ফরিদপুর সদর উপজেলা) এর সাব-রিজিওনাল প্ল্যান (২০১৩-২০৩৩)



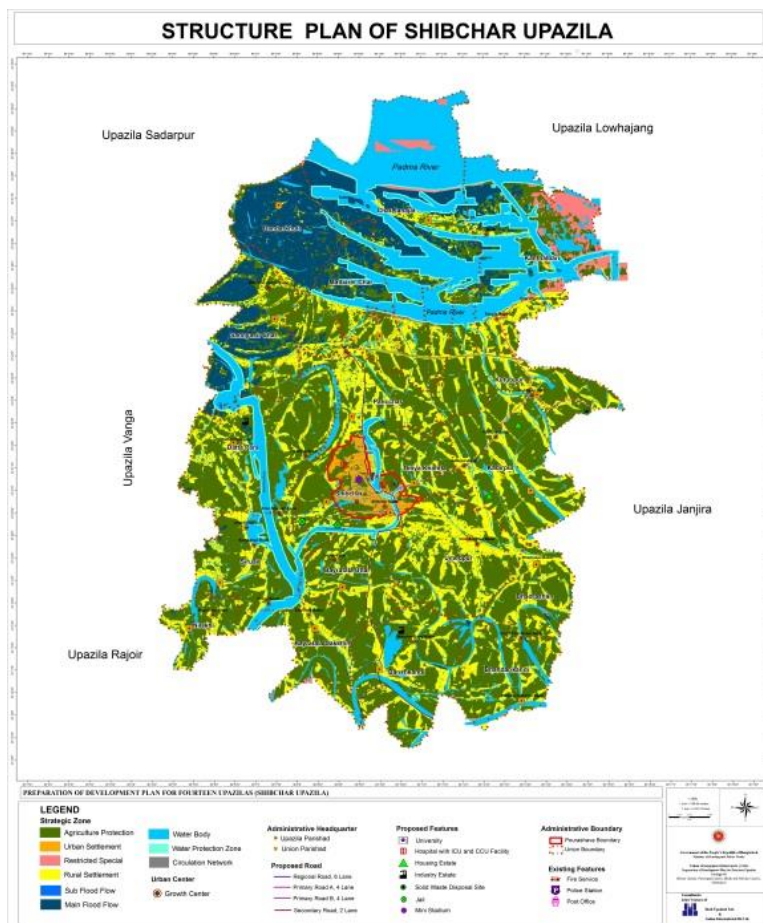
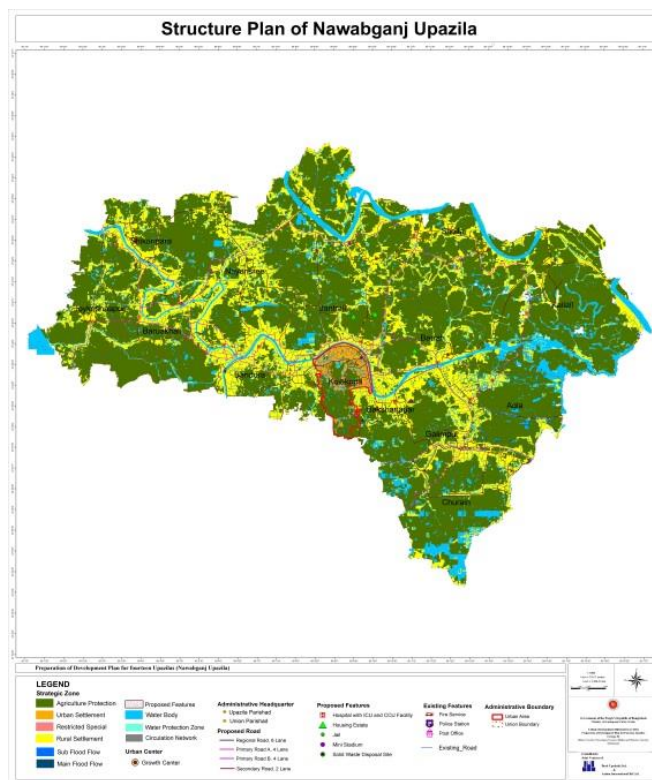
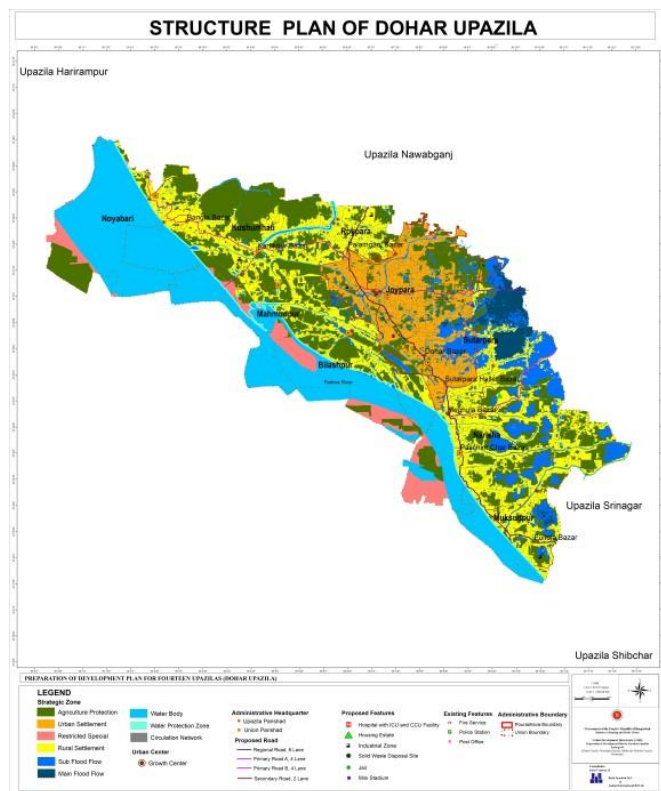
প্যাকেজ-৪ (সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও সাঘাটা উপজেলা) এর সাব-রিজিওনাল প্ল্যান (২০১৩-২০৩৩)



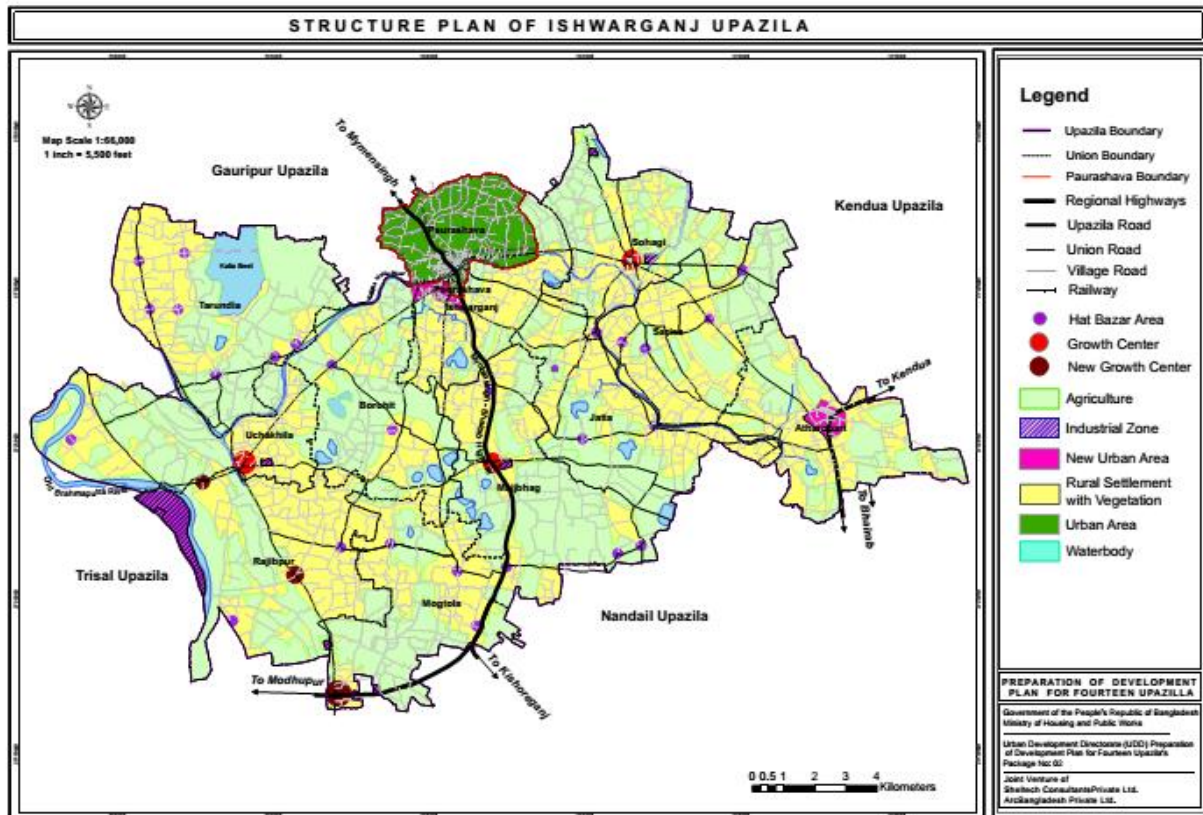
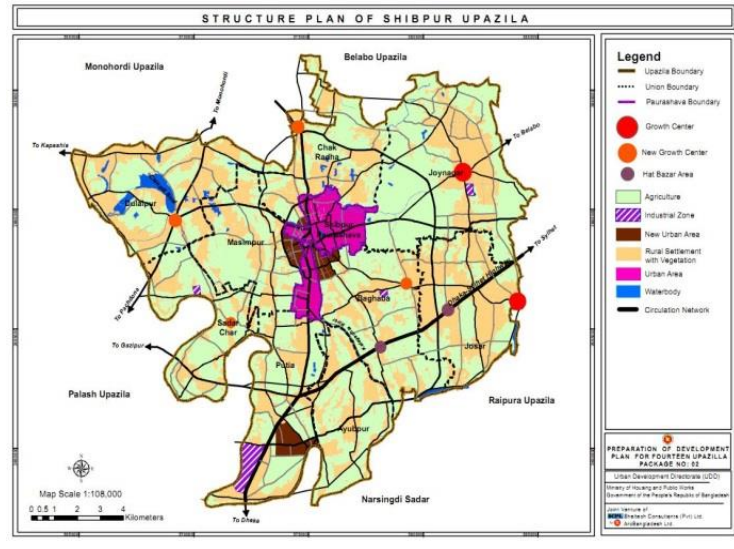
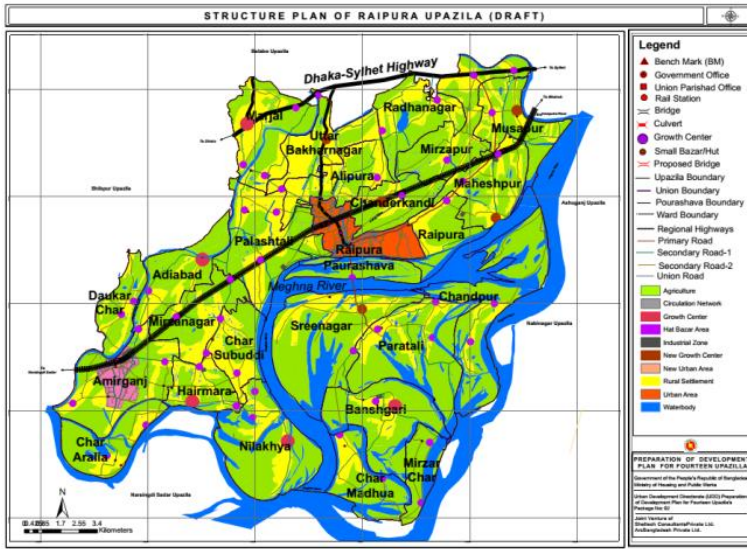
প্যাকেজ-৫ (রামু ও রাঙ্গুনিয়া উপজেলা) এর সাব-রিজিওনাল প্ল্যান (২০১৩-২০৩৩)



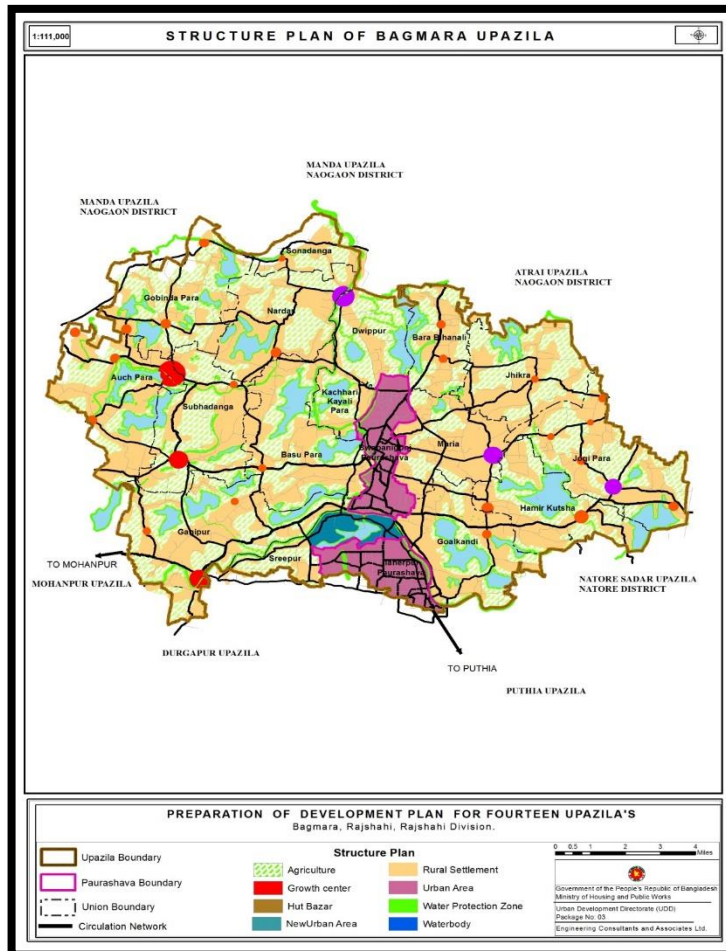
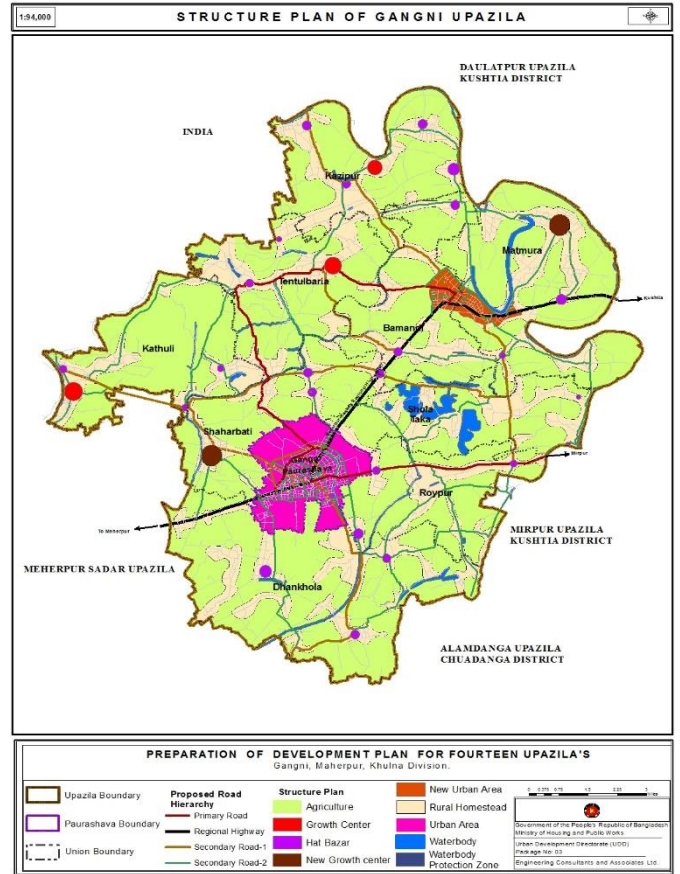
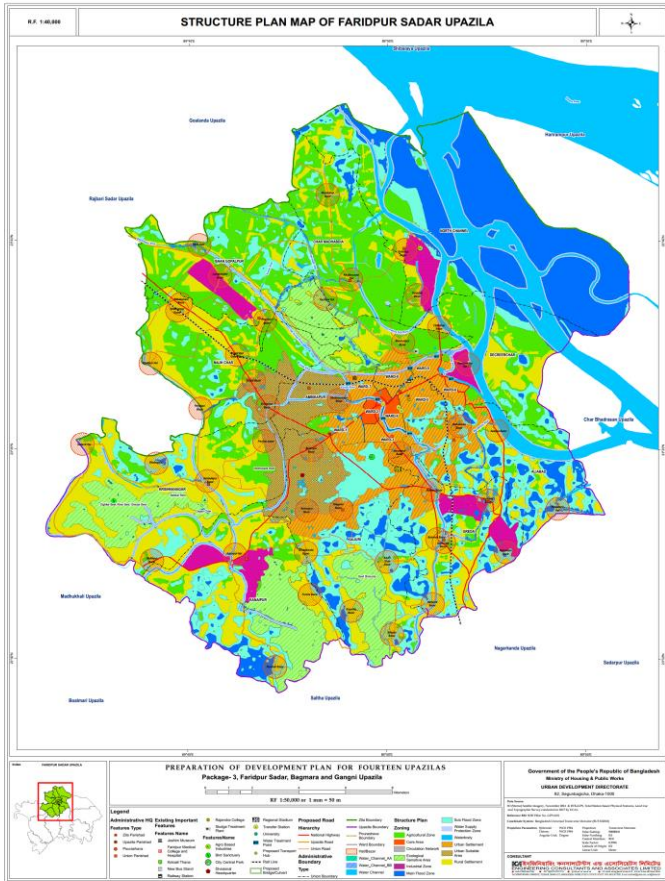
প্যাকেজ-১ (দোহার, নবাবগঞ্জ ও শিবচর উপজেলা) এর স্ট্রাকচার প্ল্যান (২০১৩-২০৩৩)

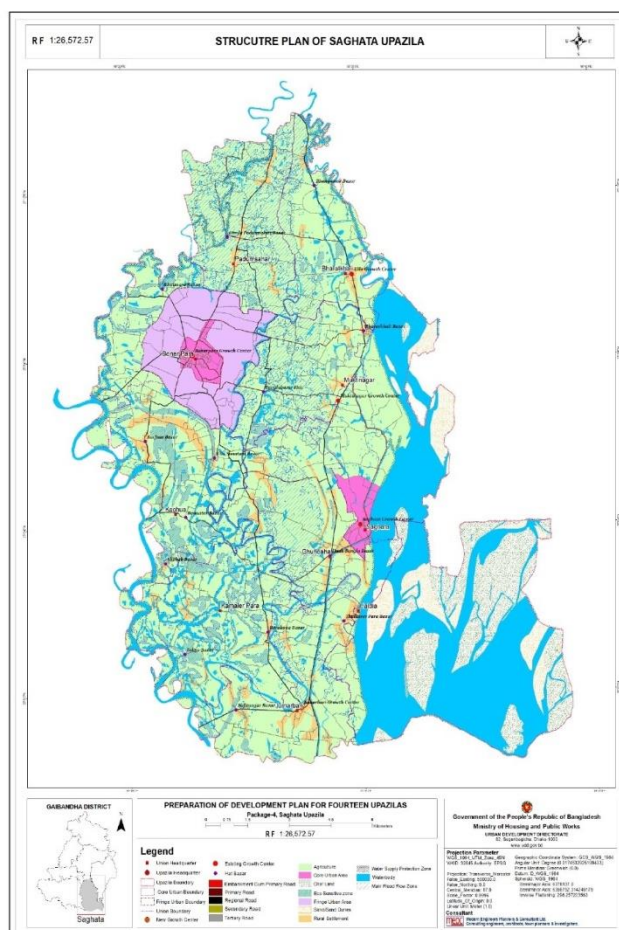


প্যাকেজ-২ (রাইপুরা, শিবপুর ও ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা) এর স্ট্রাকচার প্ল্যান (২০১৩-২০৩৩)

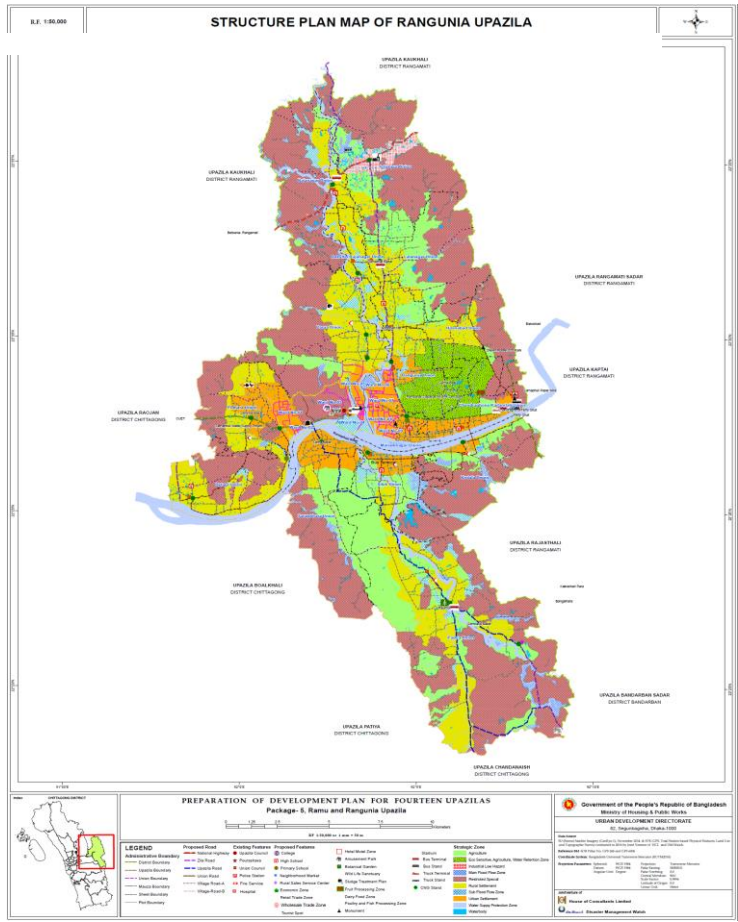
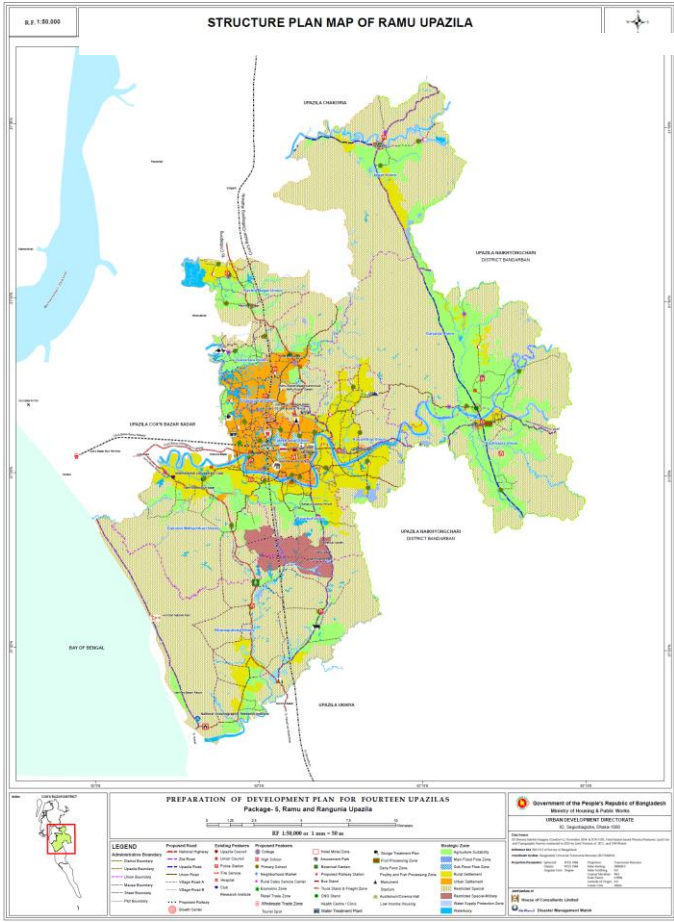


প্যাকেজ-৩ (বাগমারা, গাংনী ও ফরিদপুর সদ উপজেলা) এর স্ট্রাকচার প্ল্যান (২০১৩-২০৩৩)

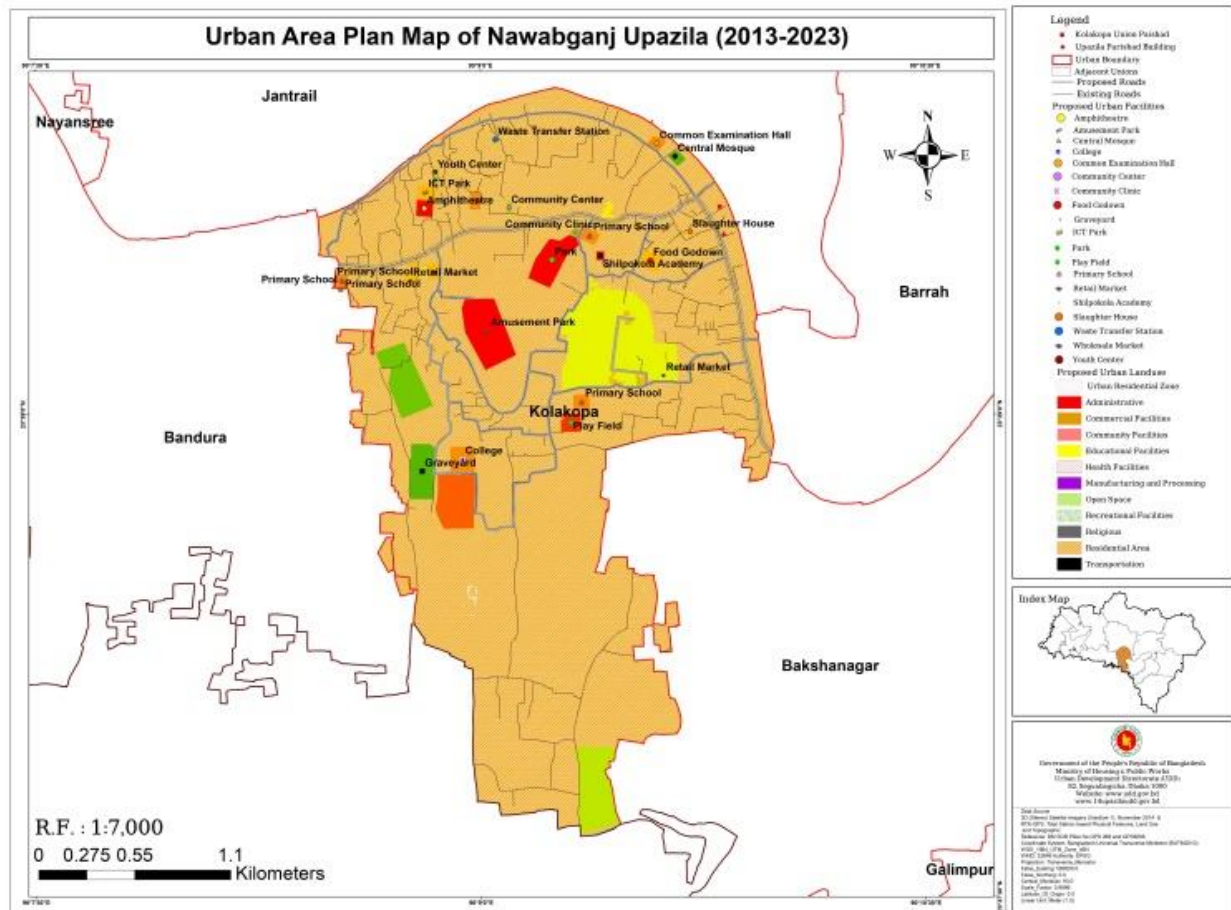
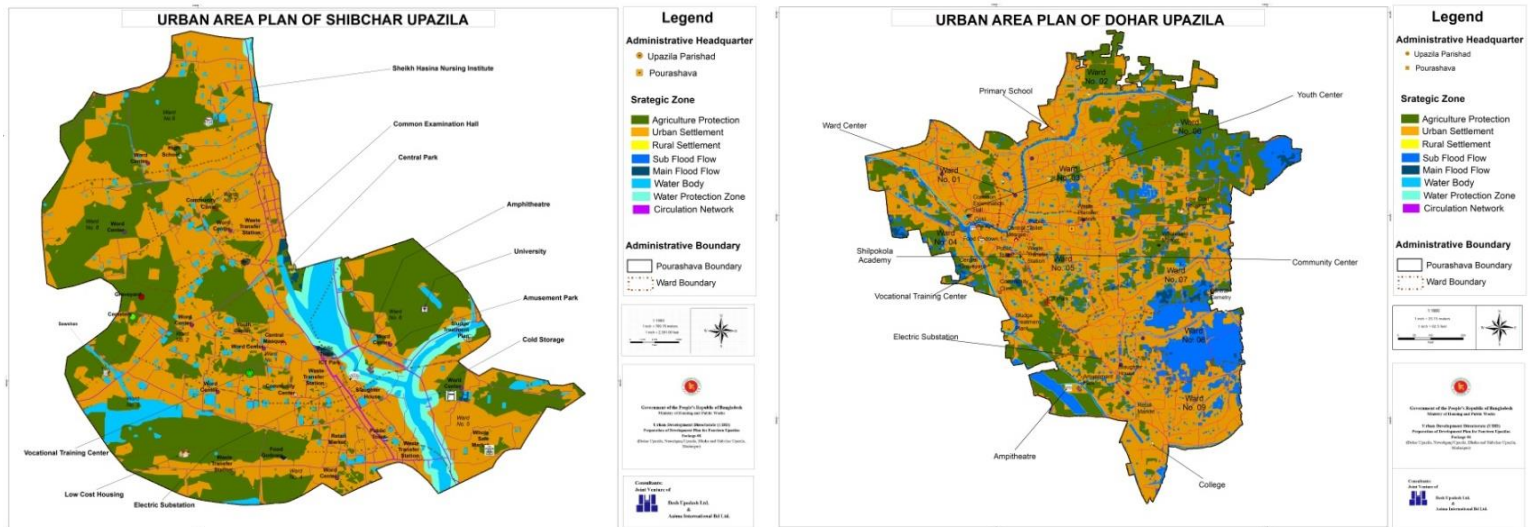




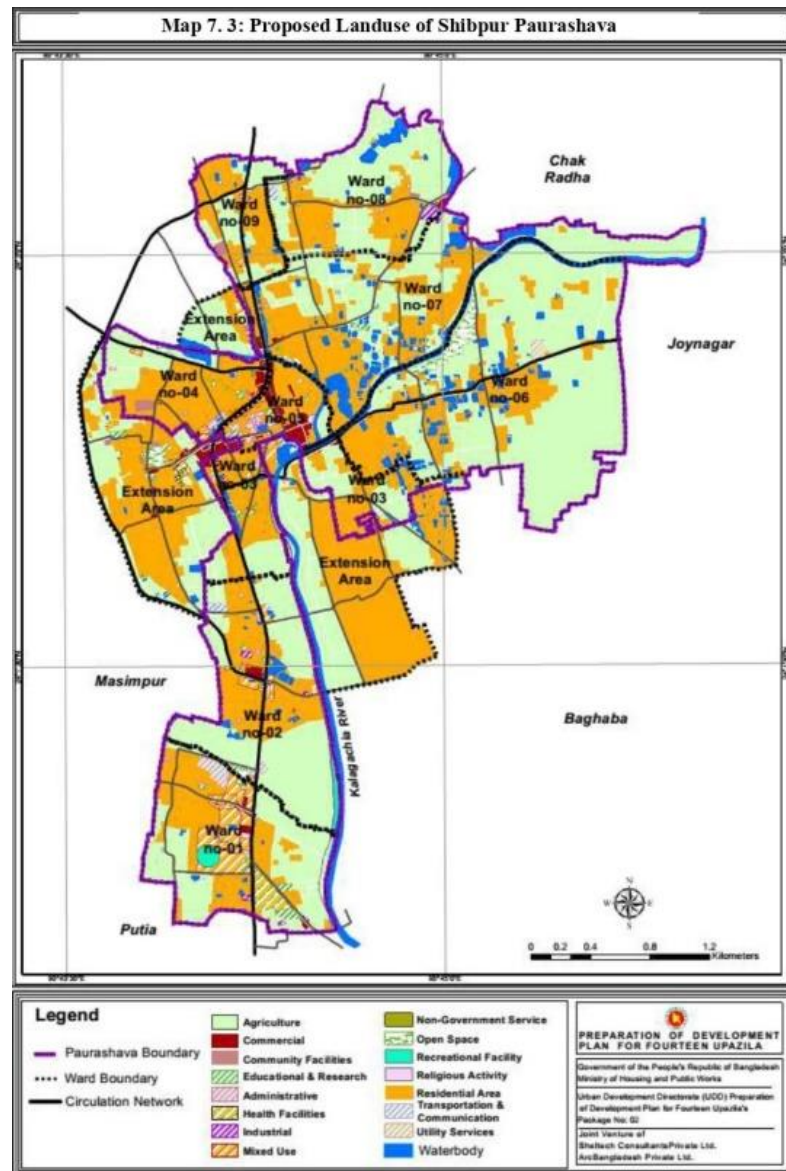
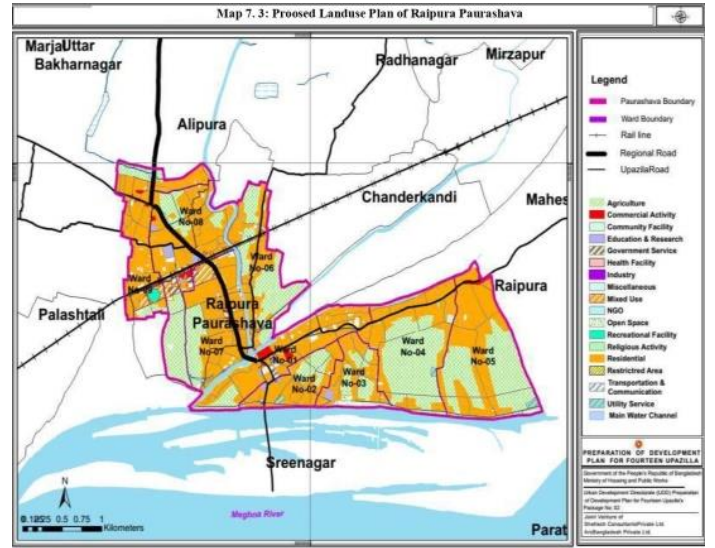
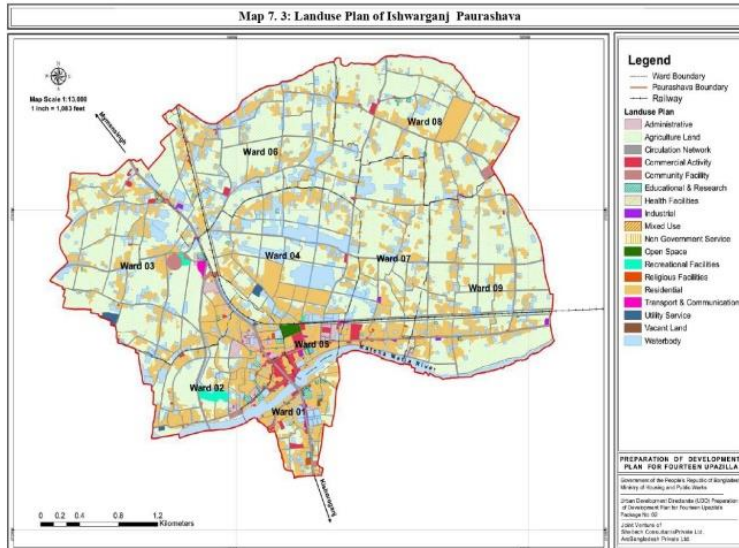
প্যাকেজ-৫ (রামু ও রাজশুনিয়া উপজেলা) এর স্ট্রাকচার প্ল্যান (২০১৩-২০৩৩)



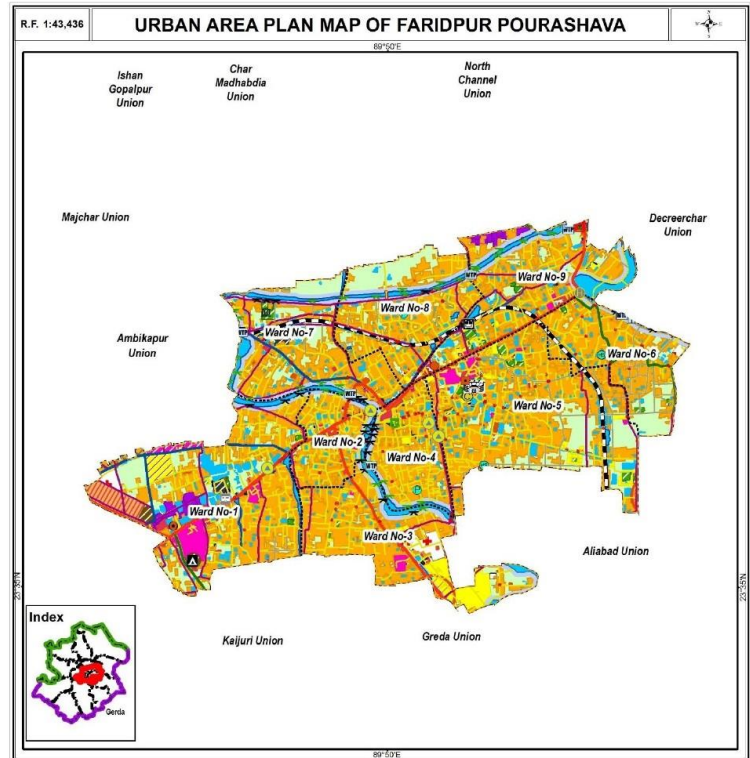
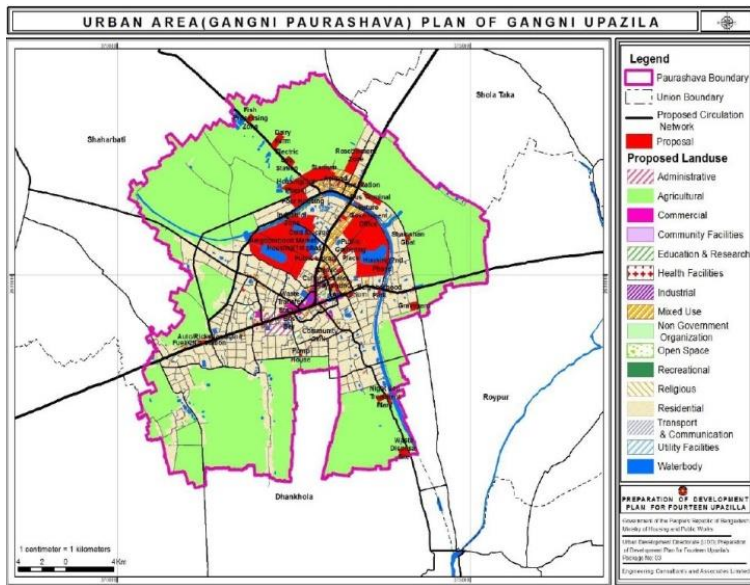
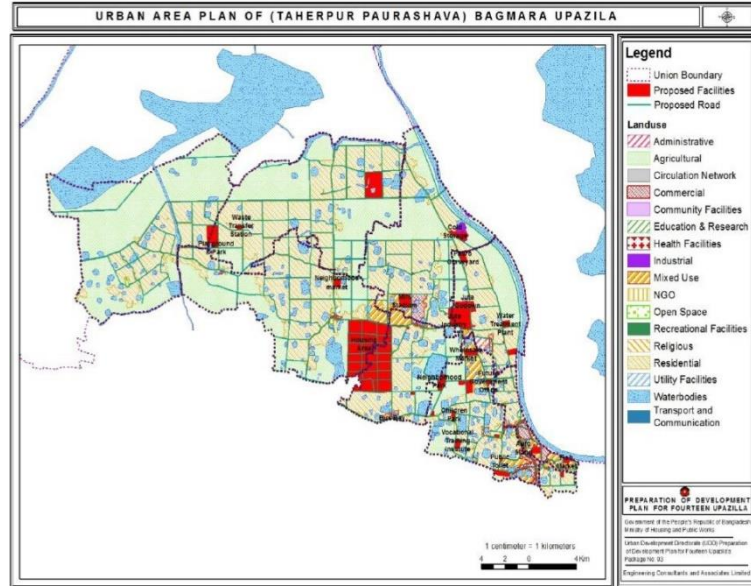
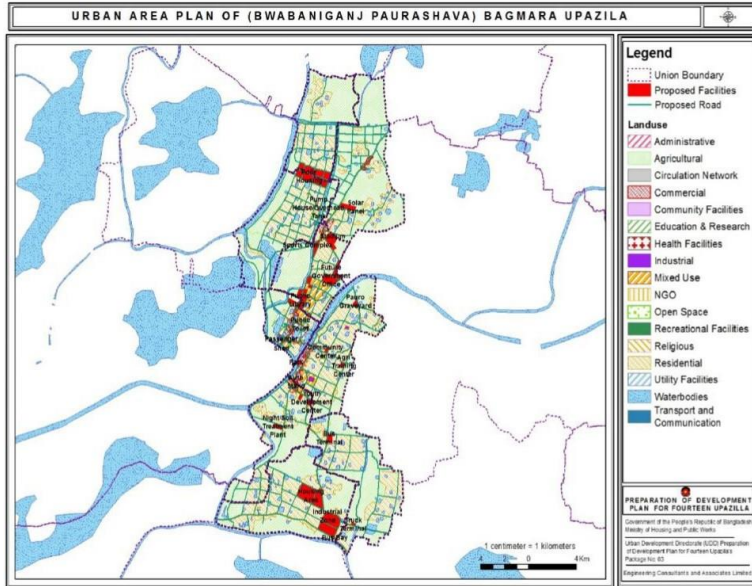
প্যাকেজ-১ (দোহার ও শিবচর পৌরসভা) এর আরবান এরিয়া প্লান



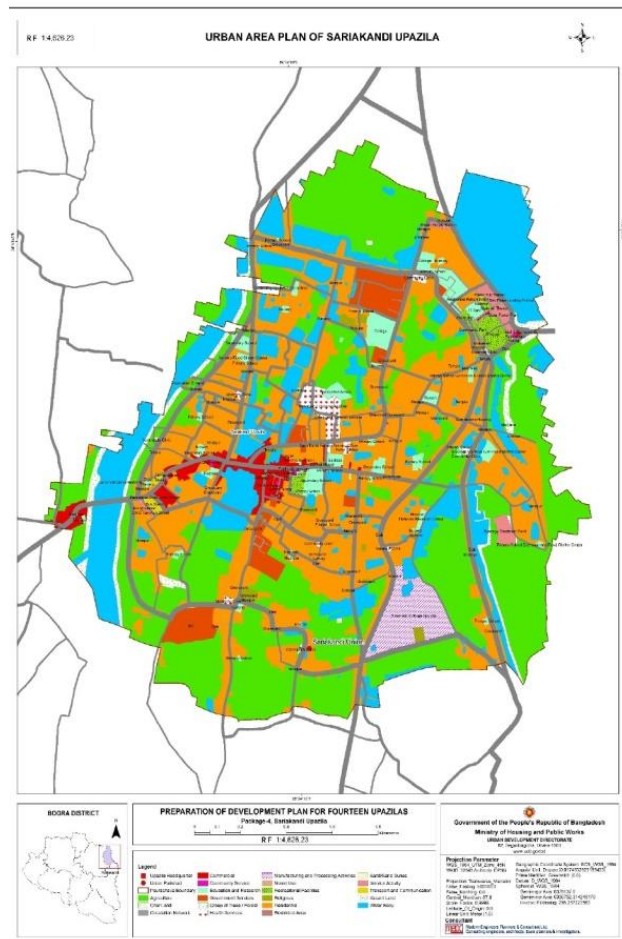
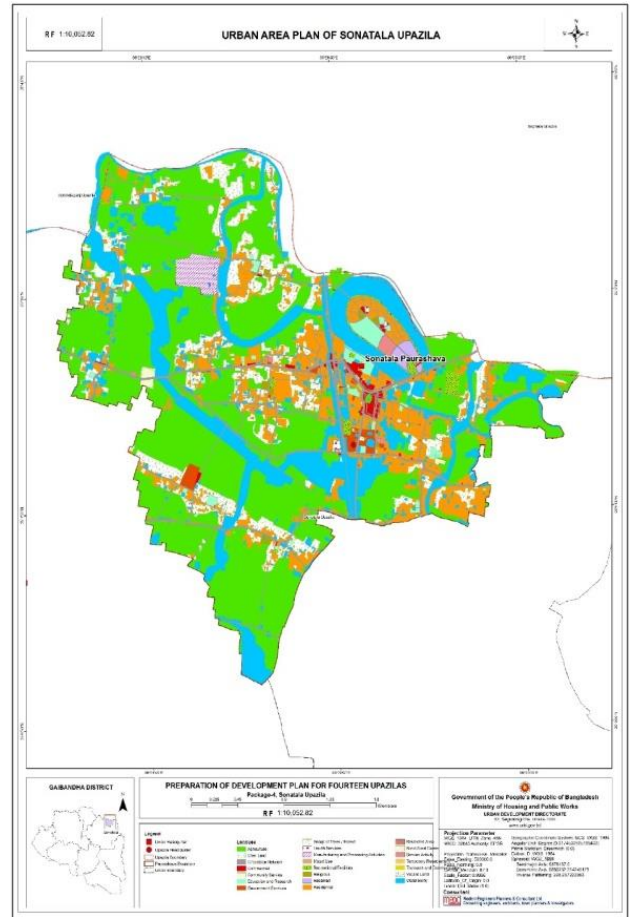
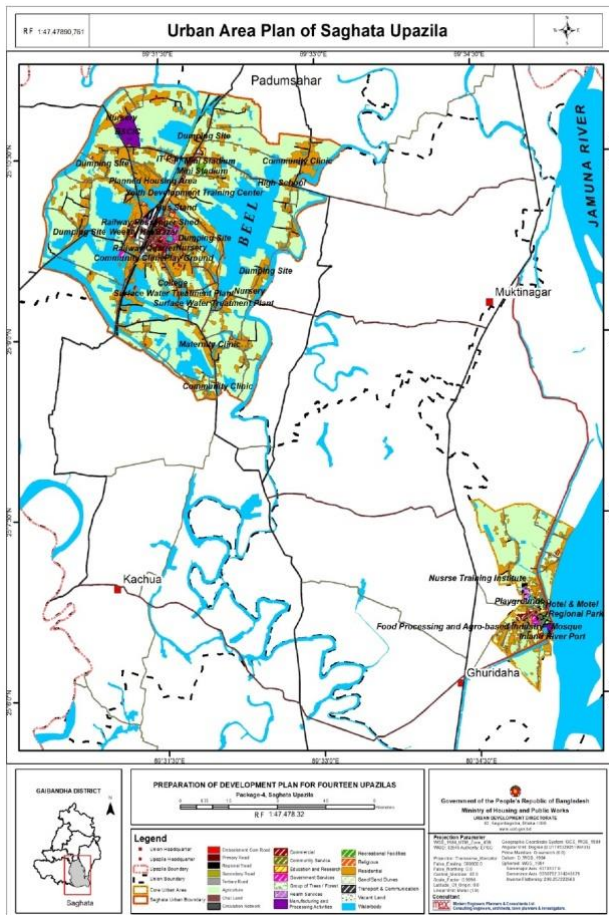
প্যাকেজ-২ (রায়পুরা, শিবপুর ও ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভা) এর আরবান এরিয়া প্ল্যান



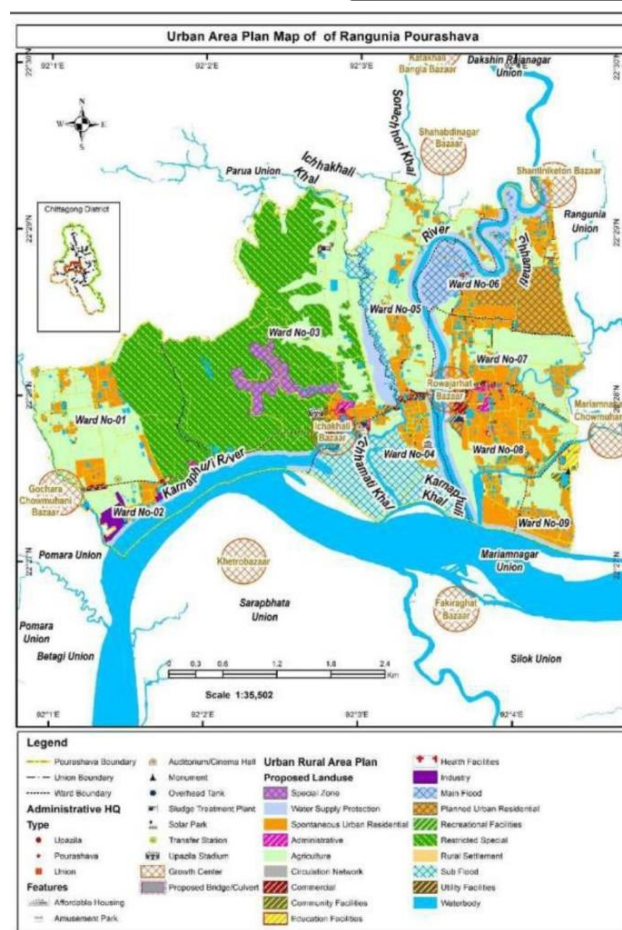
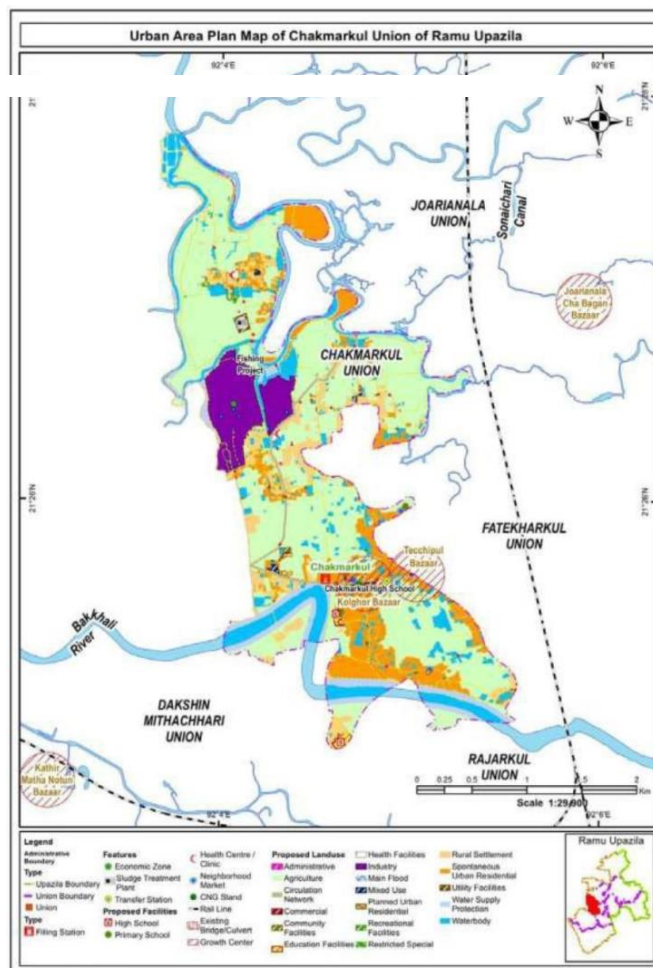
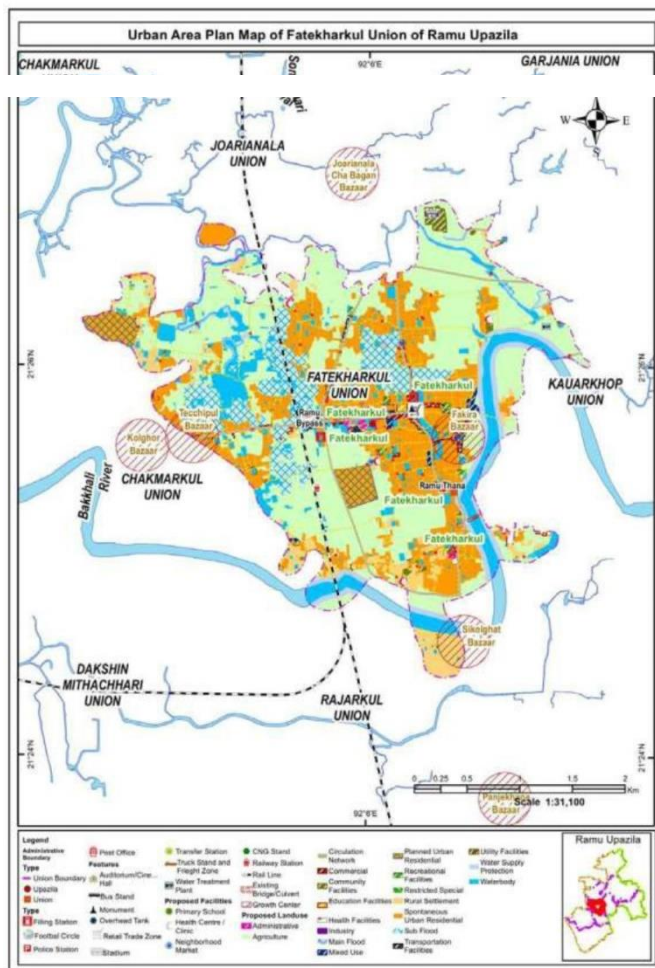
প্যাকেজ-৩ (বাগমারা, গাংনী ও ফরিদপুর সদর উপজেলা) এর আরবান এরিয়া প্ল্যান



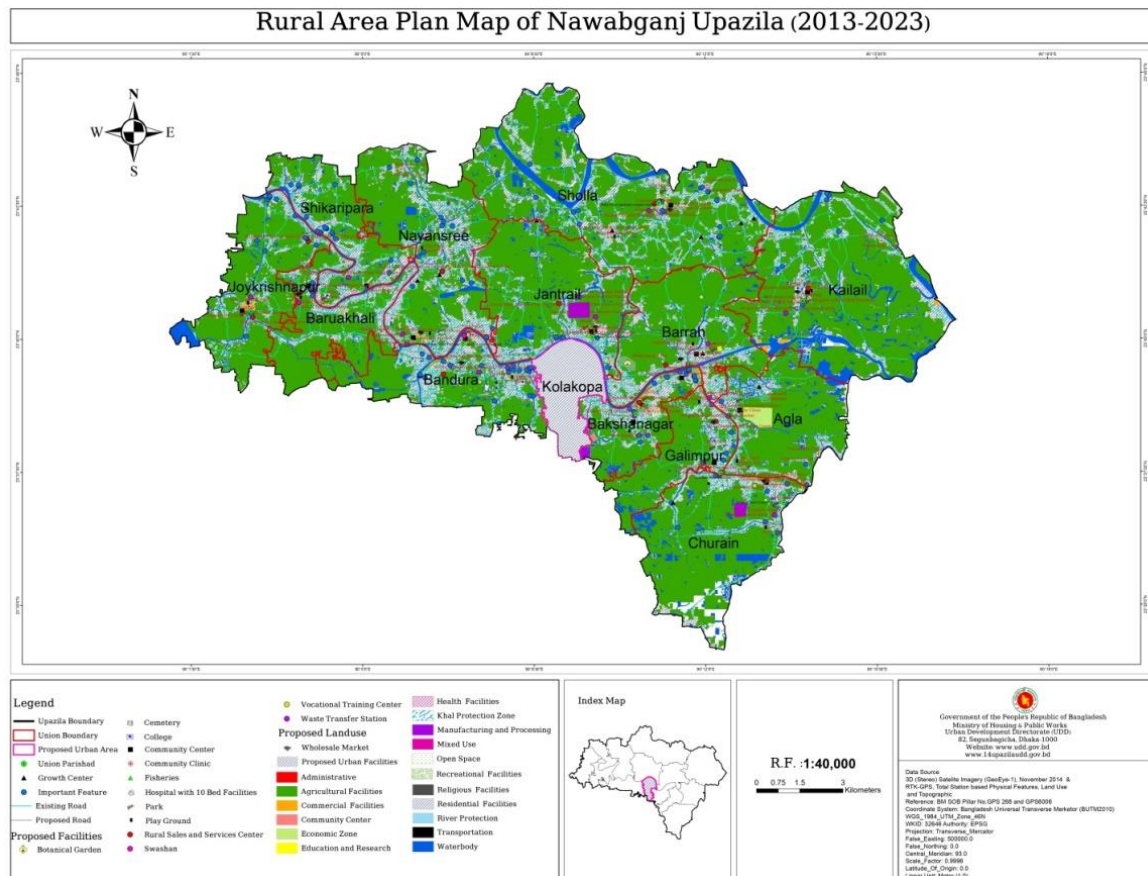
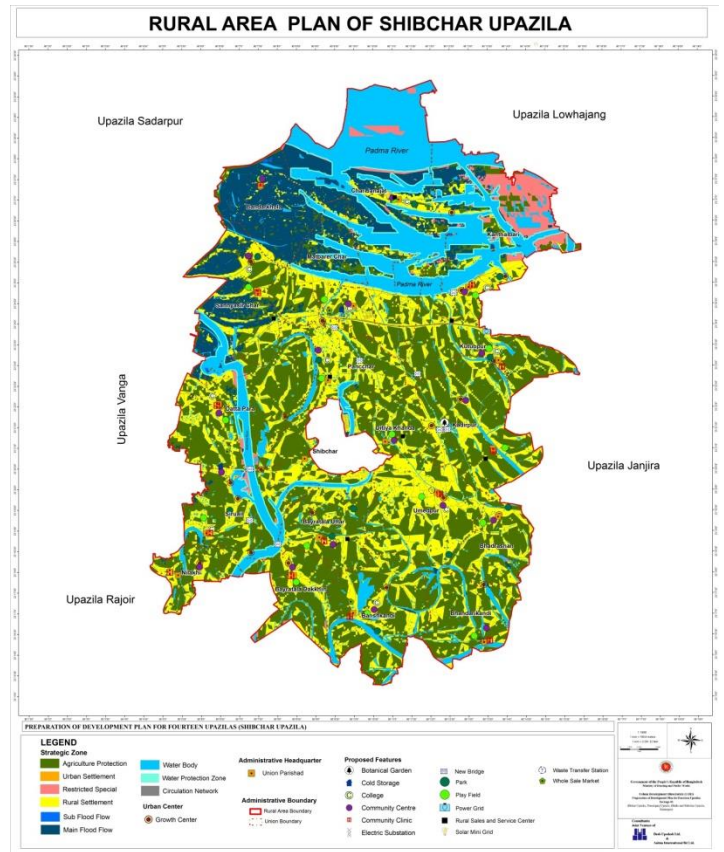
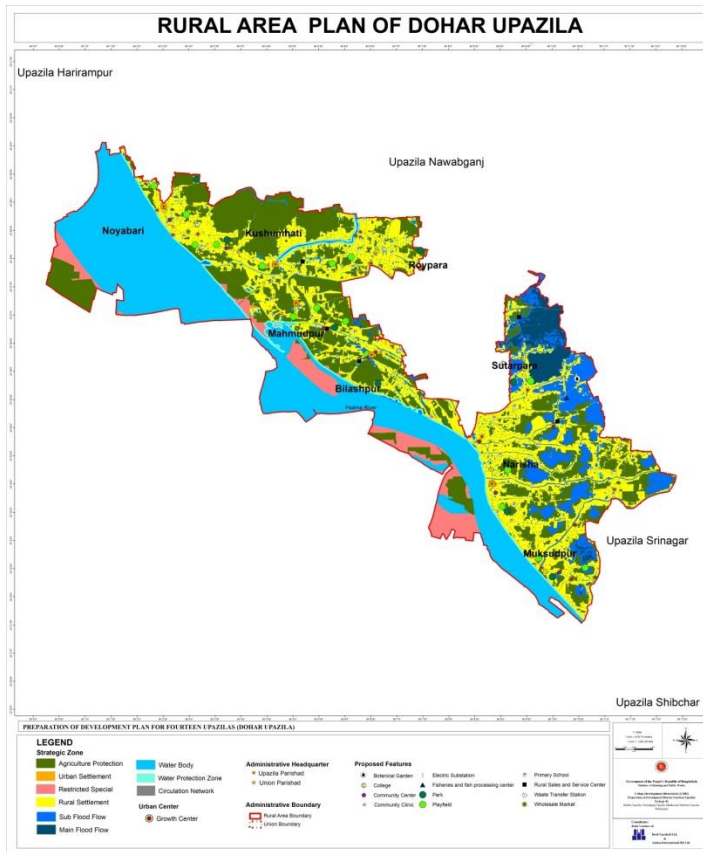
প্যাকেজ-৪ (সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও সাঘাটা উপজেলা) এর আরবান এরিয়া প্ল্যান



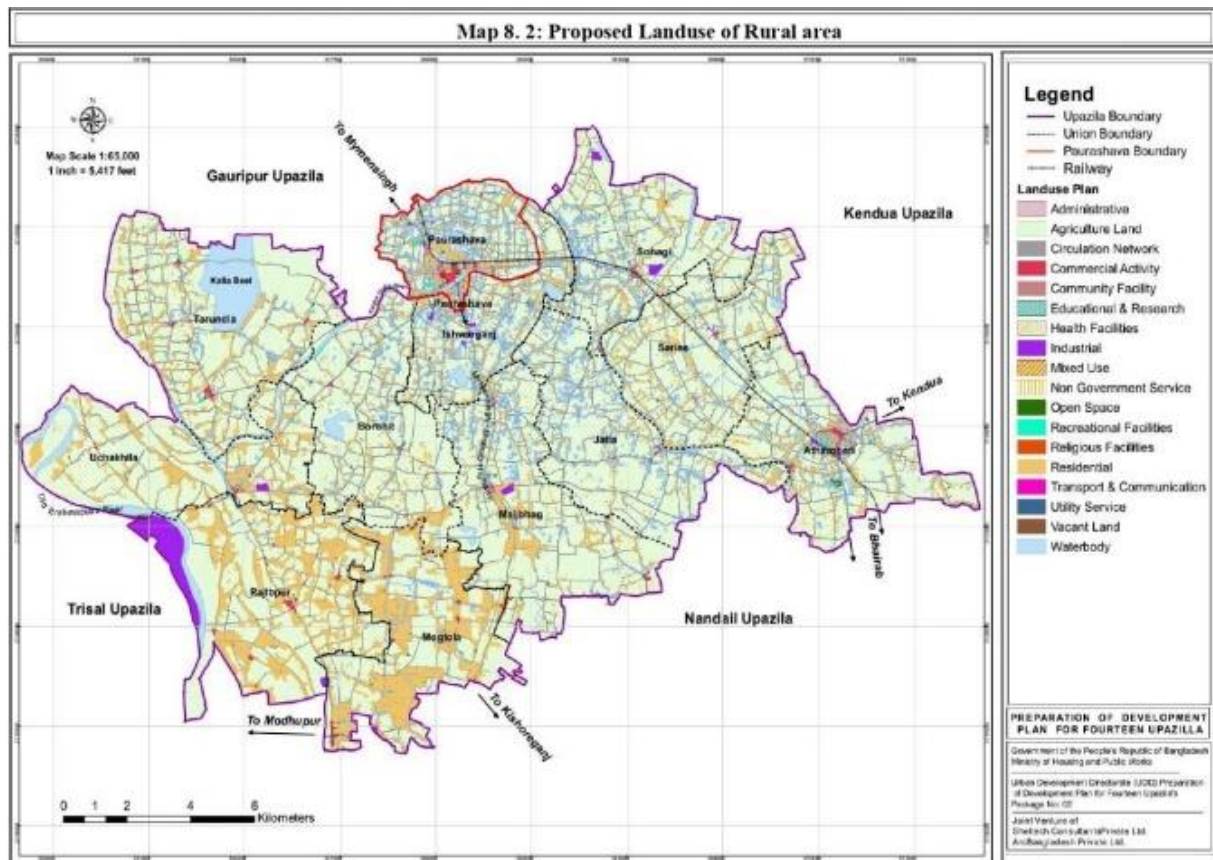
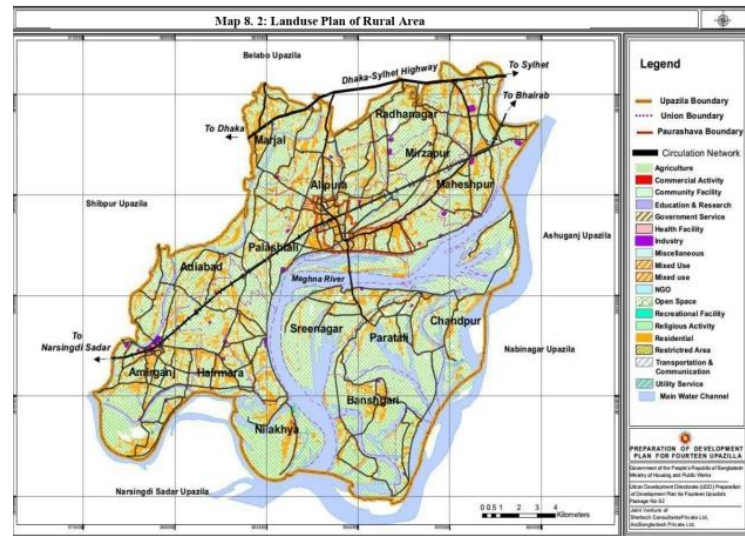
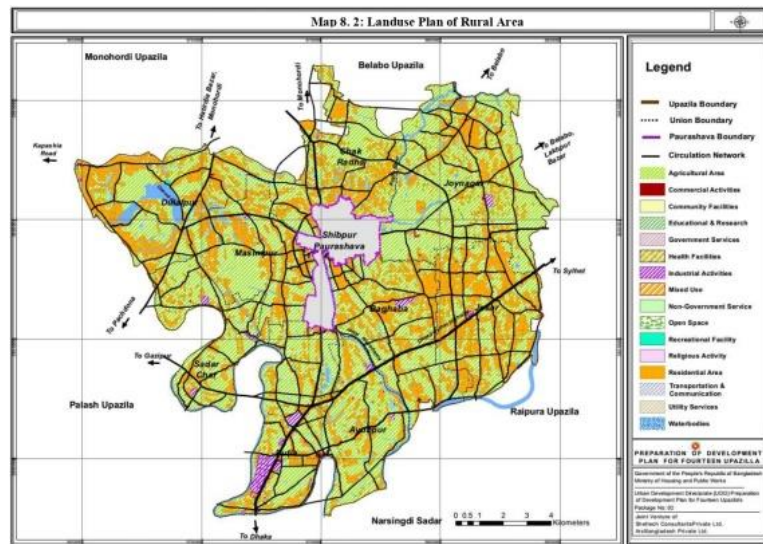
প্যাকেজ-৫ (রামু ও রাজশানিয়া উপজেলা) এর আরবান এরিয়া প্ল্যান



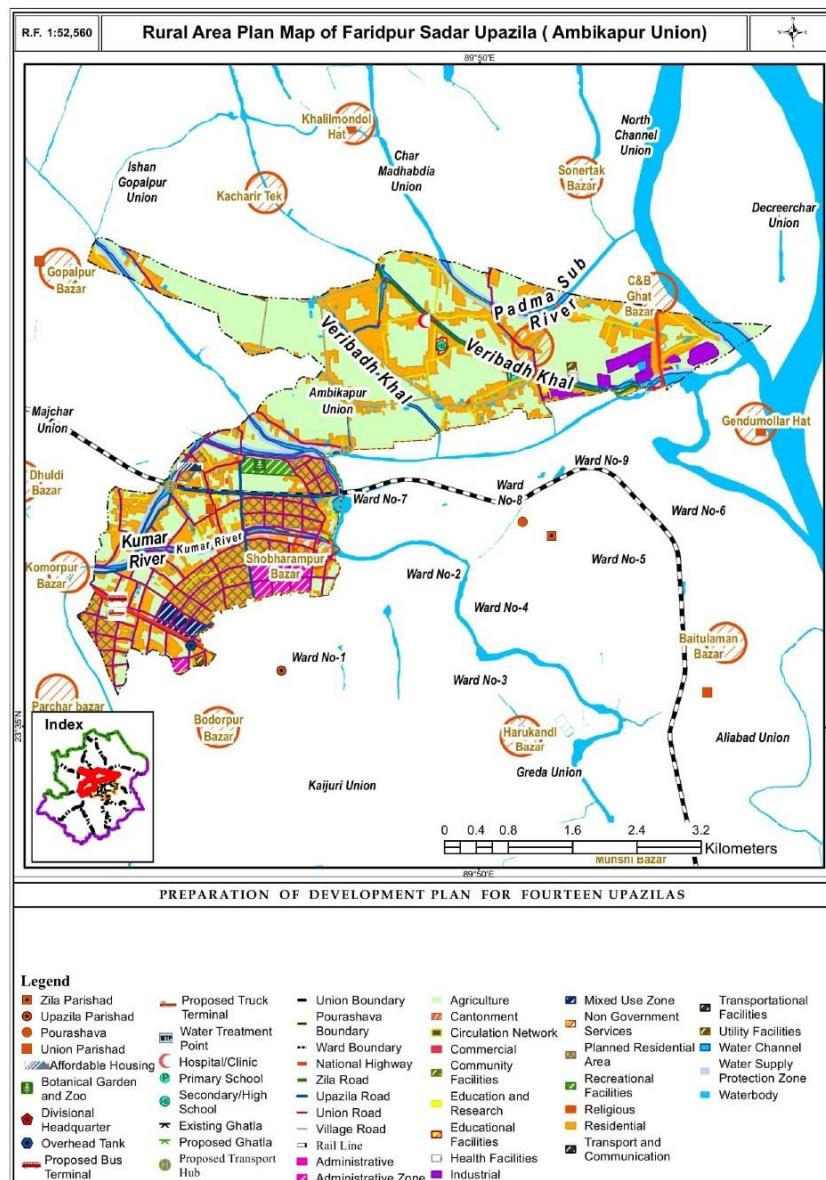
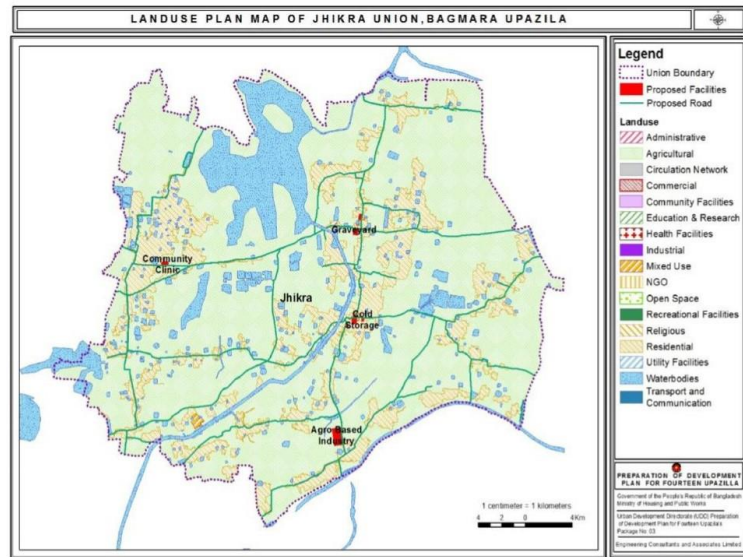
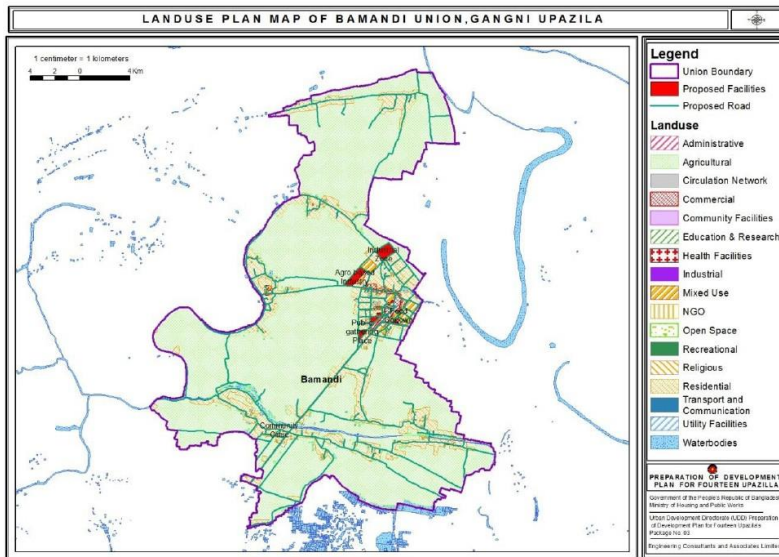
প্যাকেজ-১ (দোহার ও শিবচর পৌরসভা) এর রুরাল এরিয়া প্ল্যান (২০১৩-২০২৩)



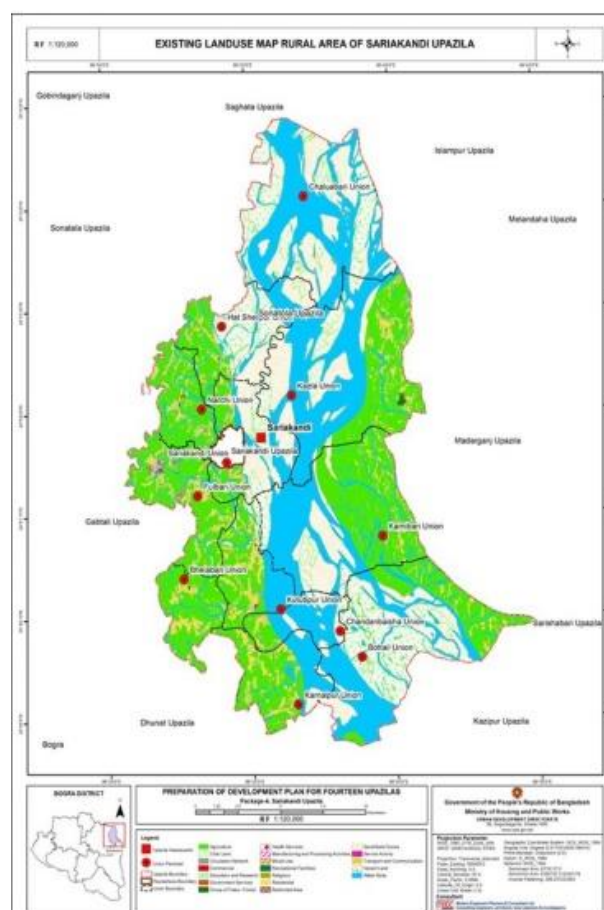
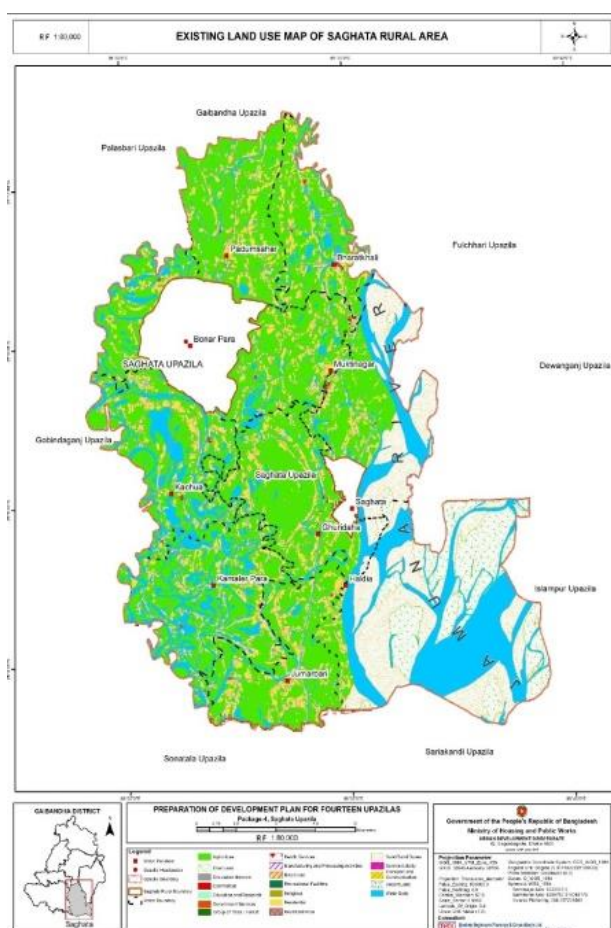
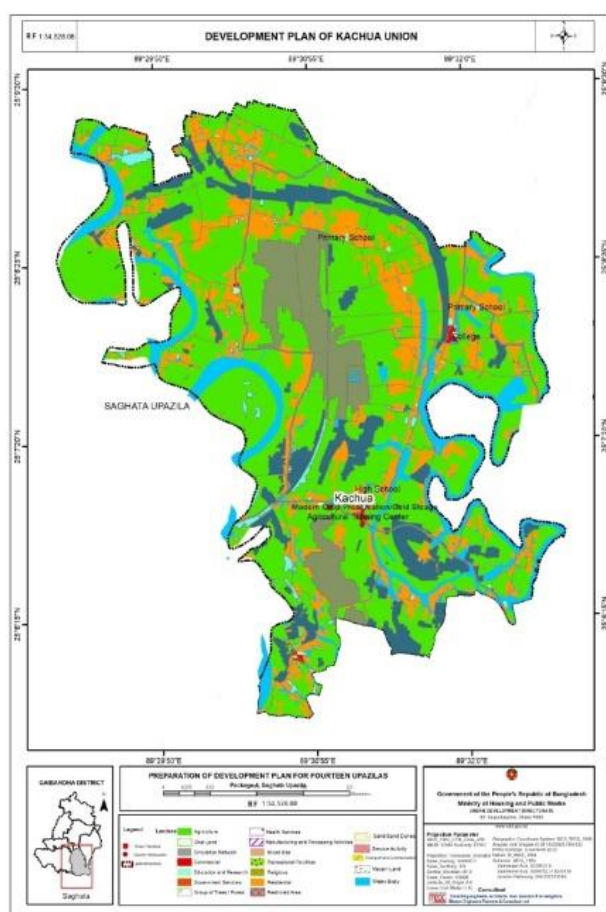
প্যাকেজ-২ (রায়পুরা, শিবপুর ও ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভা) এর রুরাল এরিয়া প্ল্যান (২০১৩-২০২৩)



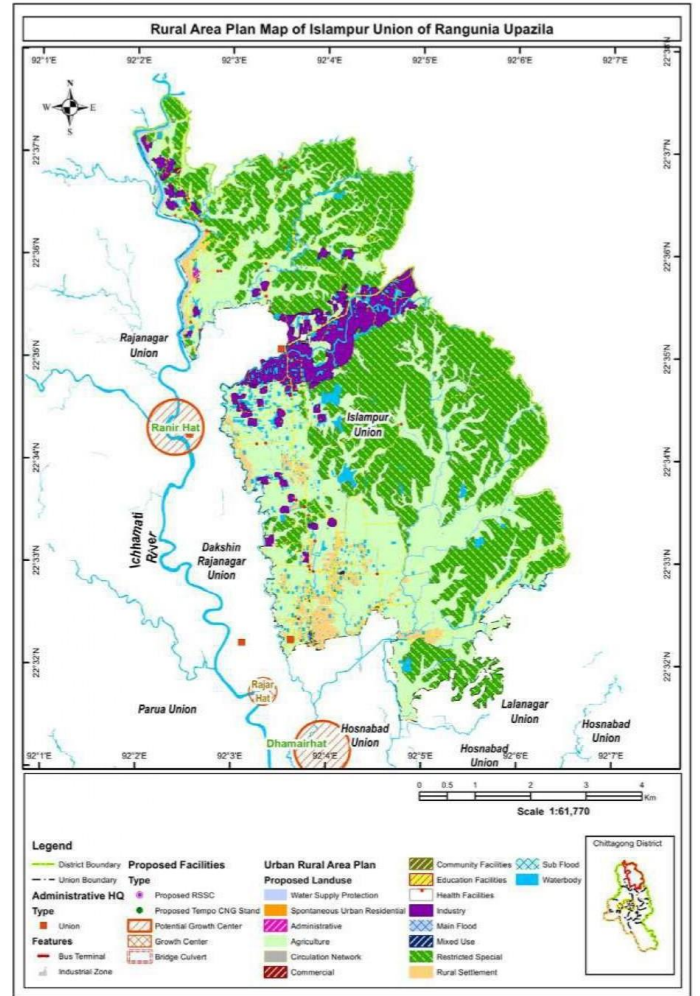
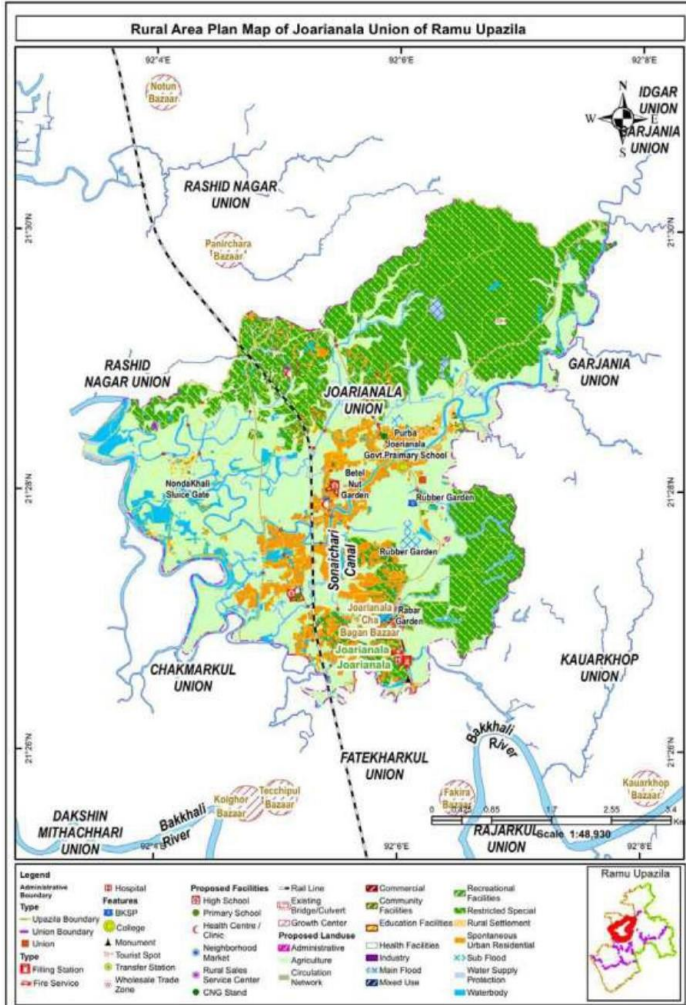
প্যাকেজ-৩ (বাগমারা, গাংনী ও ফরিদপুর সদর উপজেলা) এর রুরাল এরিয়া প্ল্যান (২০১৩-২০৩৩)

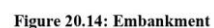


প্যাকেজ-৪ (সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও সাঘাটা উপজেলা) এর রুরাল এরিয়া প্ল্যান (২০১৩-২০২৩)



প্যাকেজ-৫ (রামু ও রাঙ্গুনিয়া উপজেলা) এর রুরাল এরিয়া প্ল্যান (২০১৩-২০২৩)





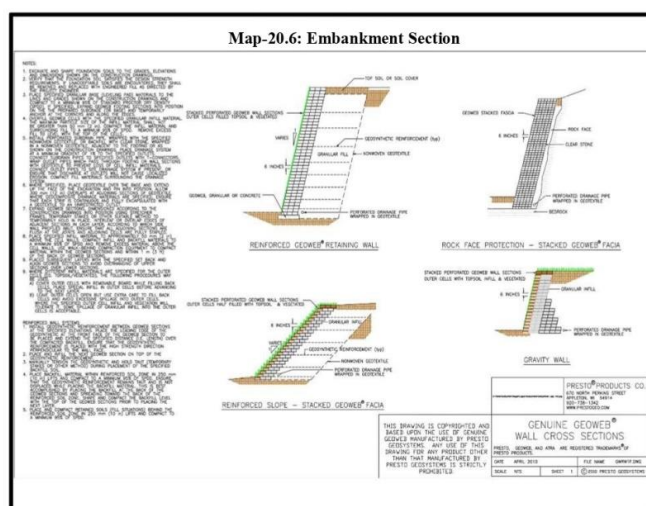
Map-20.1: Tourist site Development Plan of Moinot Ghat



Picture-20.1: Foreshore



Picture-20.2: Geo Web Embankment



প্যাকেজ-২ (রায়পুরা, শিবপুর ও ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভা) এর অ্যাকশন এরিয়া ম্যাপ

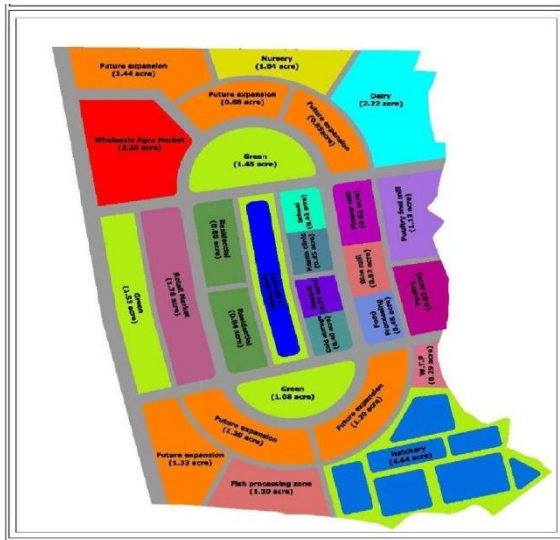
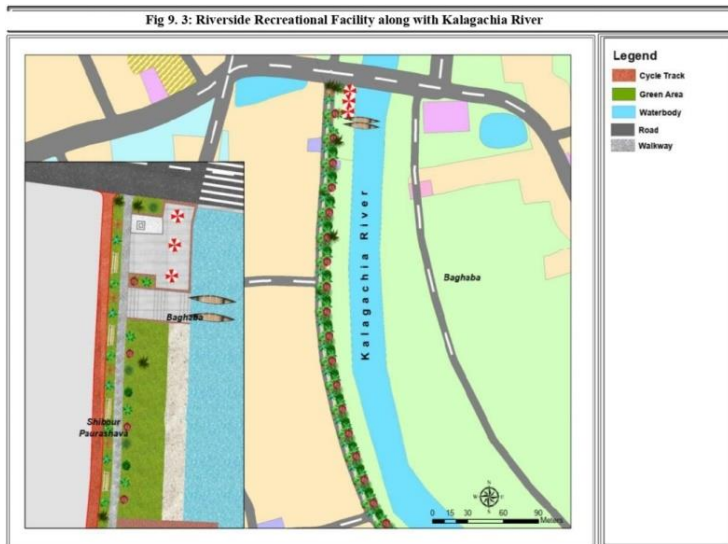
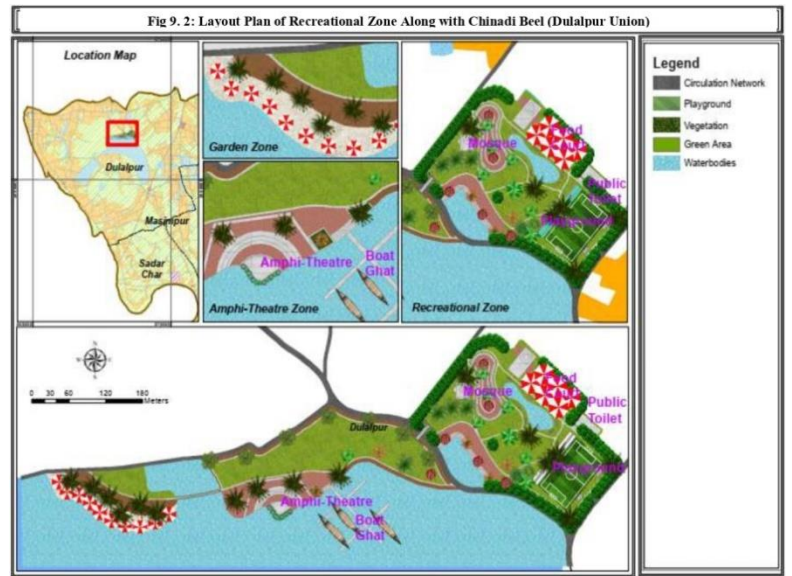
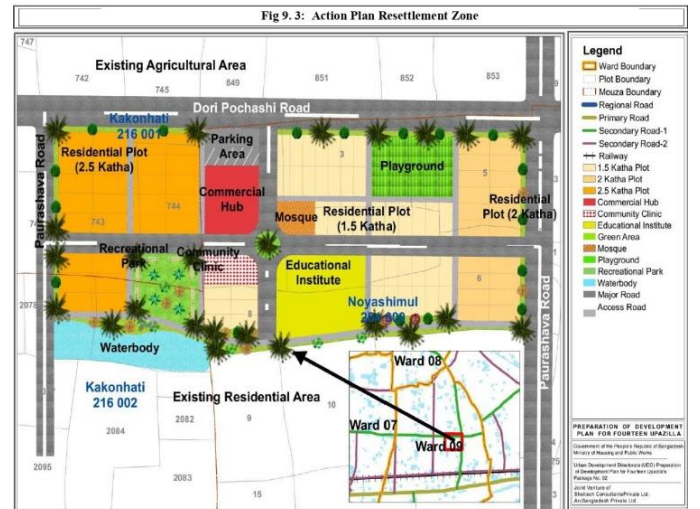
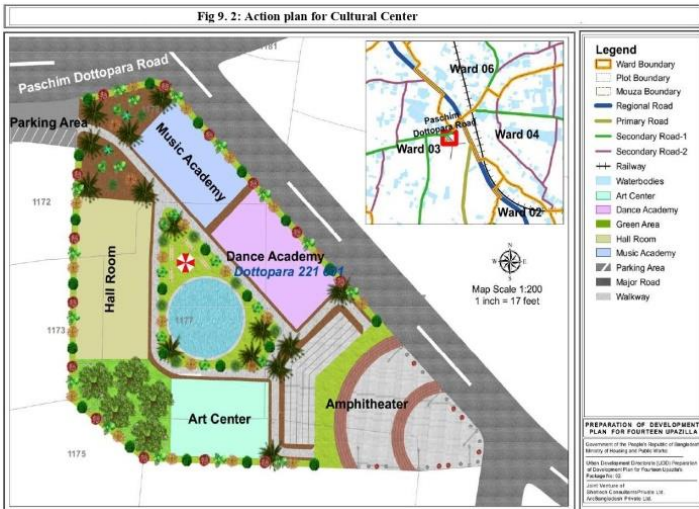
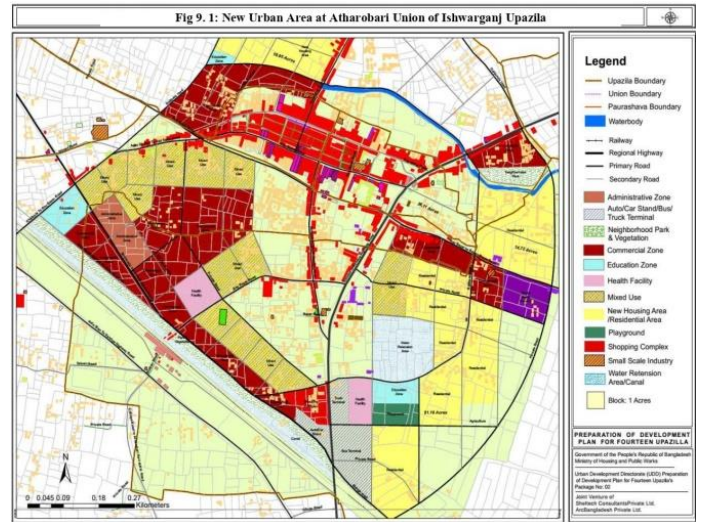


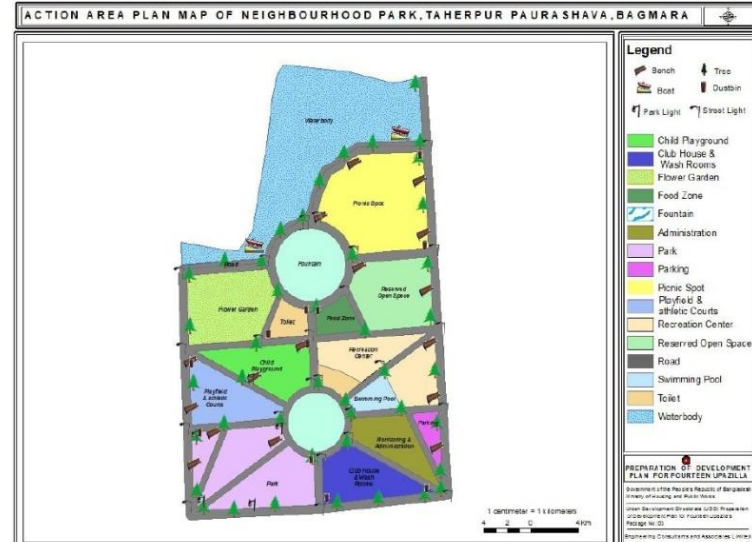
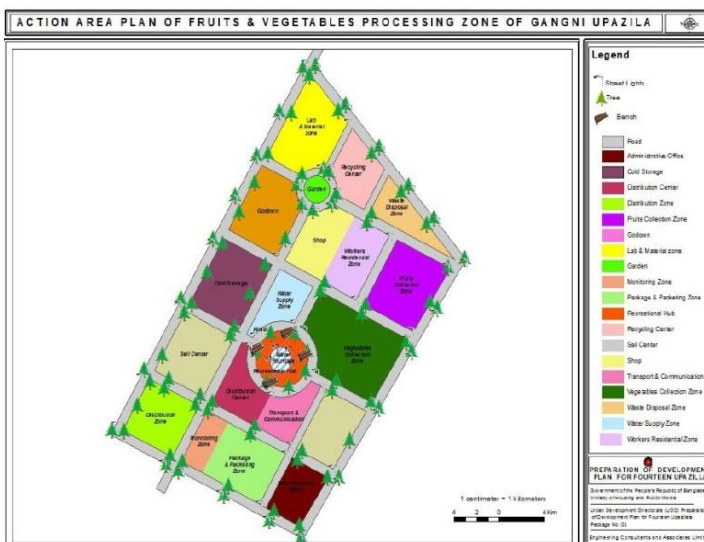
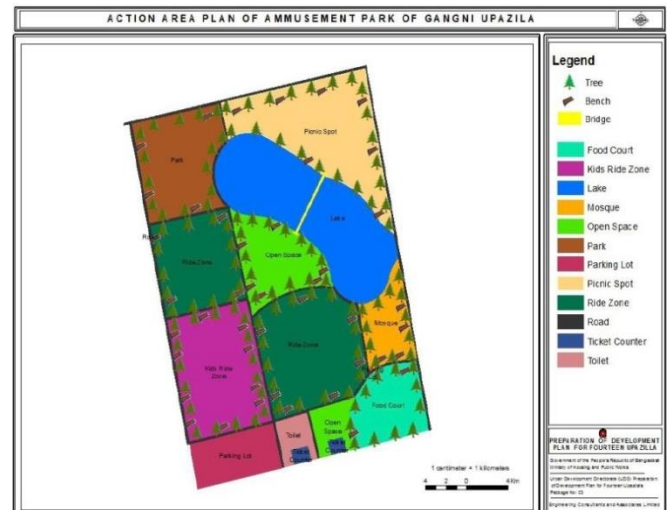
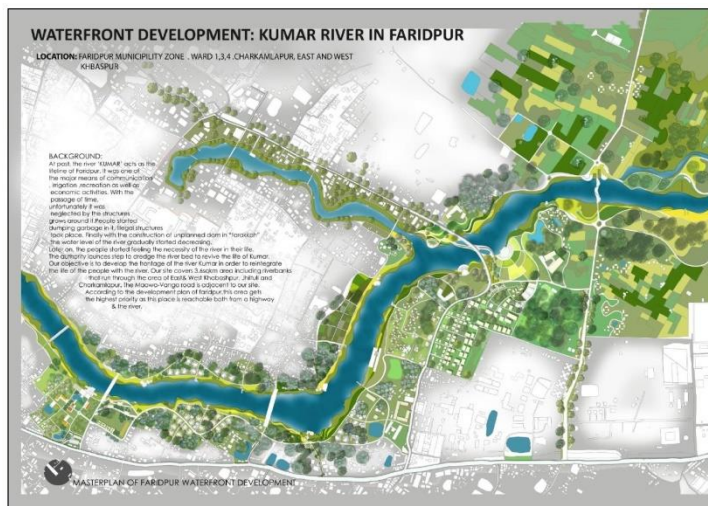
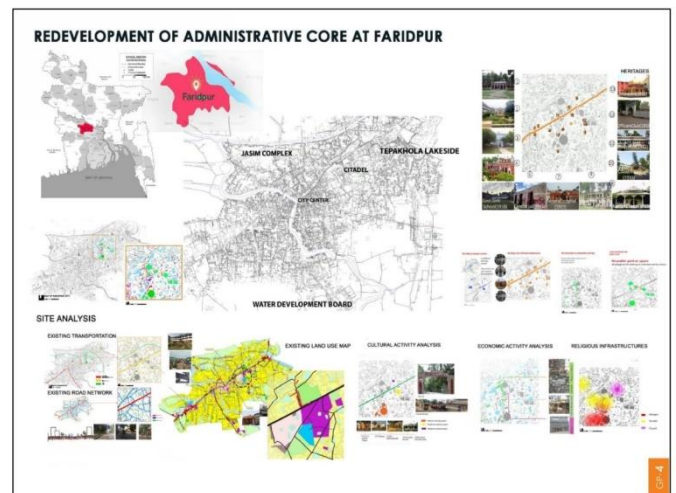
Fig 9. 1: Layout Plan of Agrobased Industry at Joy nagar Union.



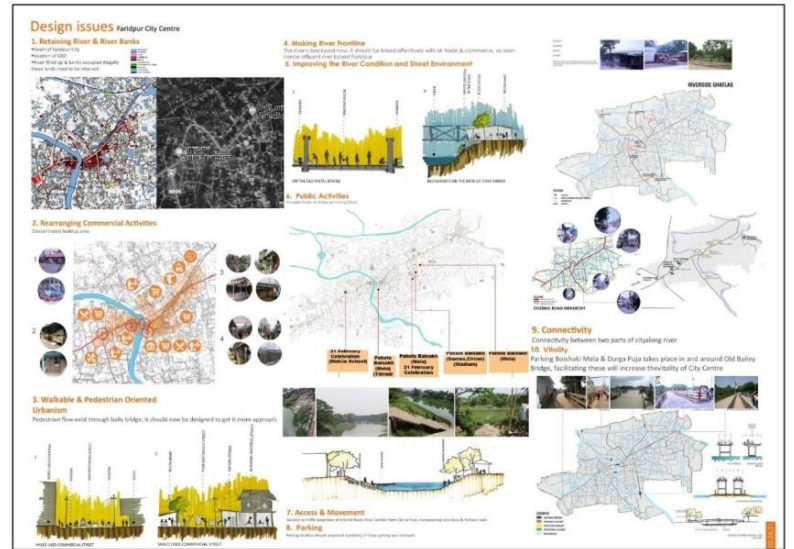
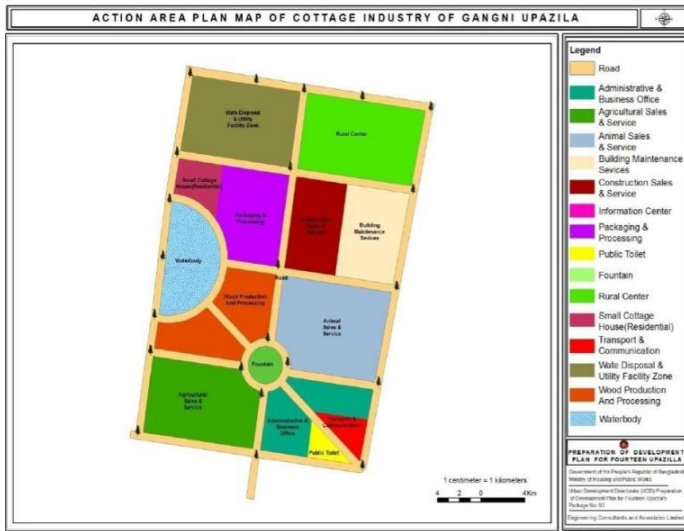
প্যাকেজ-২ (রায়পুরা, শিবপুর ও ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভা) এর অ্যাকশন এরিয়া ম্যাপ (চলমান)



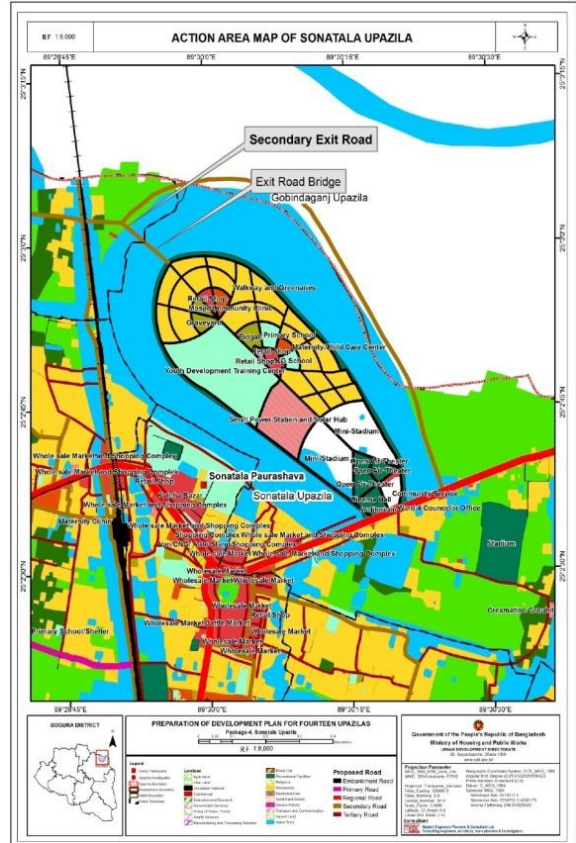
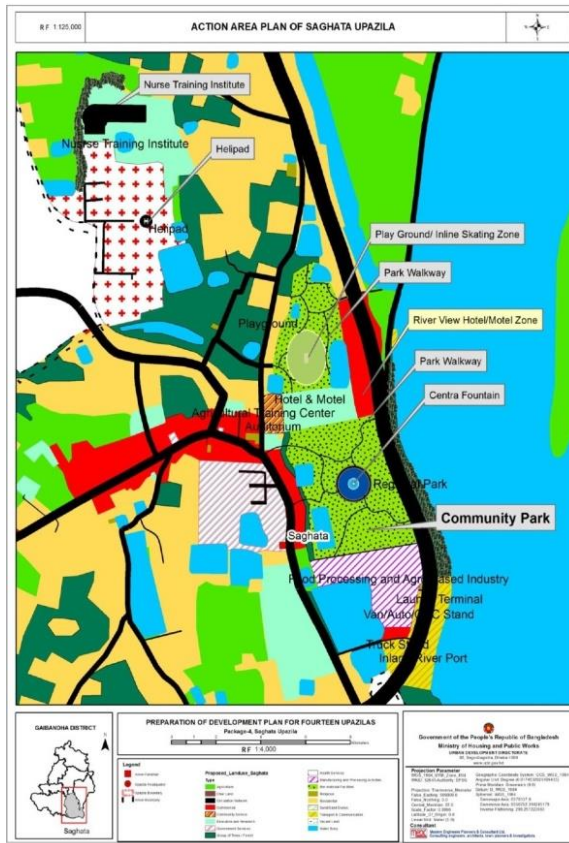
প্যাকেজ-৩ (বাগমারা, গাংনী ও ফরিদপুর সদর উপজেলা) এর এ্যাকশন এরিয়া ম্যাপ



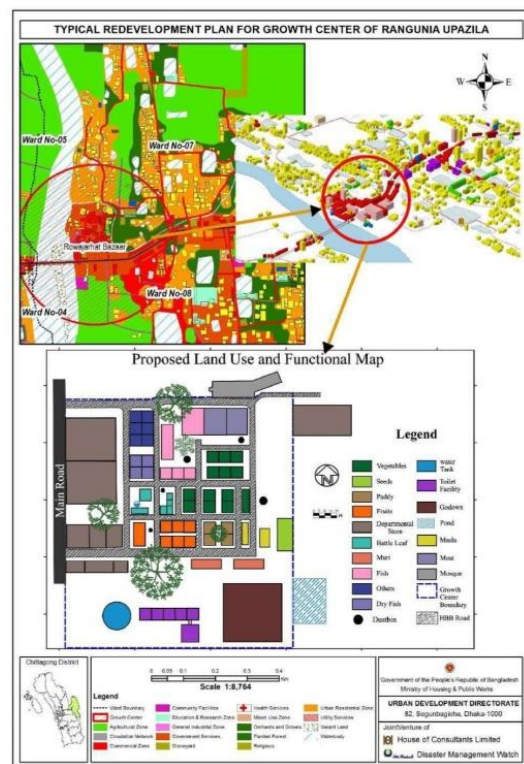
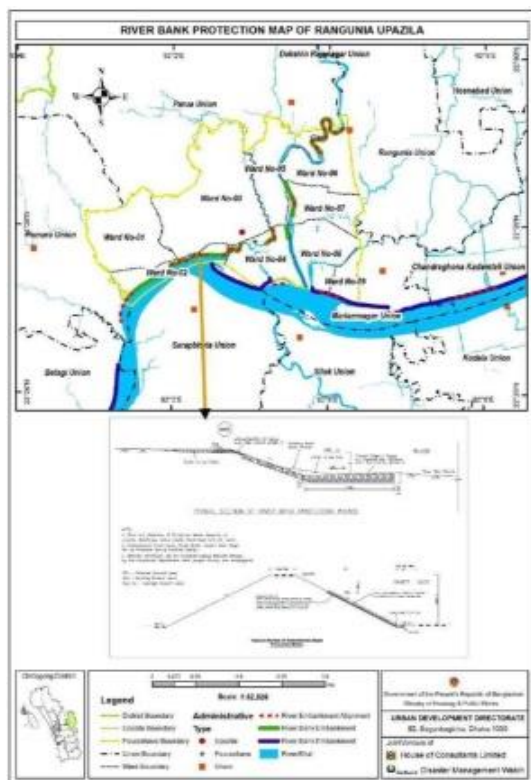
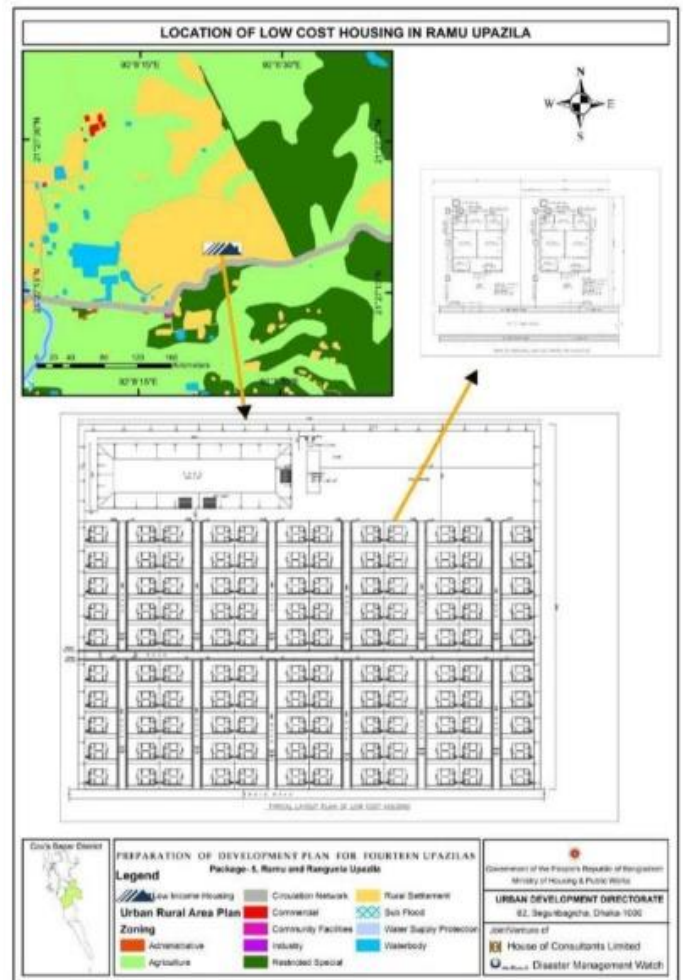
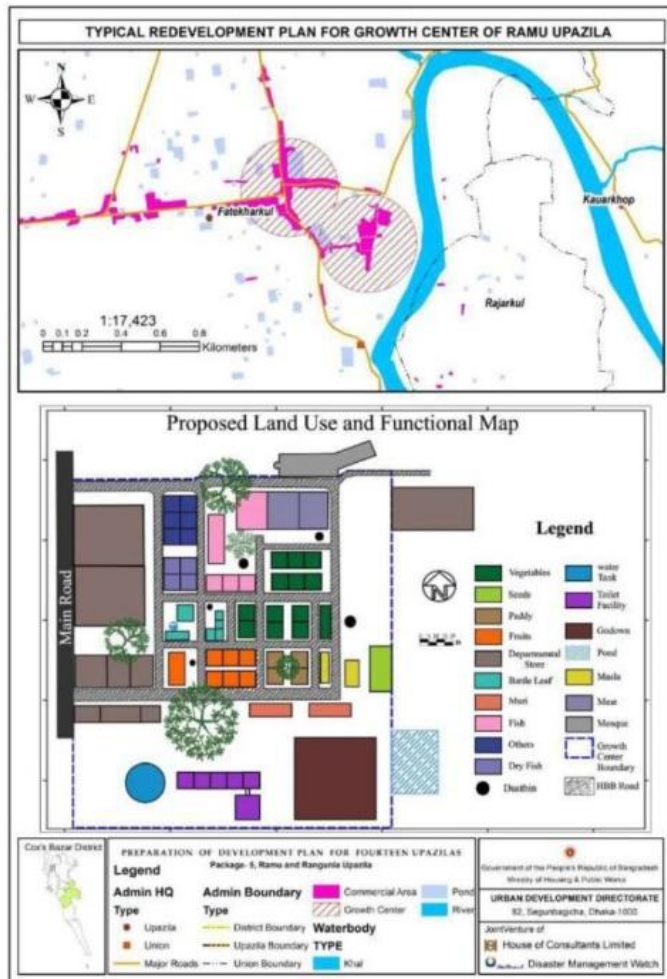
প্যাকেজ-৩ (বাগমারা, গাংনী ও ফরিদপুর সদর উপজেলা) এর এ্যাকশন এরিয়া ম্যাপ (চলমান)



প্যাকেজ-৪ (সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও সাঘাটা উপজেলা) এর এ্যাকশন এরিয়া ম্যাপ



প্যাকেজ-৫ (রামু ও রাজশুনিয়া উপজেলা) এর অ্যাকশন এরিয়া ম্যাপ



বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

..... ১৪৩১ / , ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, _ _ বঙ্গাব্দ/ _ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৫,০০,০০০০,০৩২,১৪,০১৬.১৫ (অংশ-১)/৩৬৪ — তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ১৭ জুলাই ১৯৬৫ তারিখের ৪৬৪ নং স্মারকে গঠিত 'Urban Development Directorate' এর কার্যাবলির ২নং ক্রমিকে বর্ণিত “to prepare and co-ordinate regional plans, master plans and detailed layout and site plans for the existing as well as the new urban centres excluding the areas covered by the present town development authorities of Dhaka, Chittagong and Khulna” এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান (১৪ টি সাব-রিজিওনাল প্ল্যান, ১৪ টি স্ট্রাকচার প্ল্যান, ১২টি পৌরসভা আরবান এরিয়া প্ল্যান, ৩টি উপজেলা শহর আরবান এরিয়া প্ল্যান, ১৪ টি রুরাল এরিয়া প্ল্যান এবং ১৪ টি এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান) প্রণয়ন সম্পন্ন করিয়াছে।

অতএব, সরকার অত্র প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা এবং দোহার উপজেলা; মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা; নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলা এবং শিবপুর উপজেলা; ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা; ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর সদর উপজেলা; রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলা; মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা; গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলা; বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা এবং সারিয়াকান্দি উপজেলা; চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা সহ মোট ১৪টি উপজেলার জন্য ১৪ (চৌদ্দ) টি সাব-রিজিওনাল প্ল্যান, ১৪ (চৌদ্দ) টি স্ট্রাকচার প্ল্যান, ১৪ (চৌদ্দ) টি রুরাল এরিয়া প্ল্যান, ১২ (বার) টি পৌরসভা [দোহার, শিবচর, শিবপুর, রায়পুরা, ঈশ্বরগঞ্জ, বাগমারা (২টি পৌরসভা: তাহেরপুর, ভবানীগঞ্জ), ফরিদপুর সদর, গাংনী, সোনাতলা, সারিয়াকান্দি এবং রাঙ্গুনিয়া] এবং ৩টি উপজেলা শহর (নবাবগঞ্জ, সাঘাটা এবং রামু) এলাকার জন্য মোট ১৫ (পনের)টি আরবান এরিয়া প্ল্যান ও ১৪টি উপজেলার এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান অনুমোদনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করিল।

বিশেষ দৃষ্টব্য: অনুমোদিত প্ল্যানসমূহ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের এর প্রধান কার্যালয়; রাজশাহী, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস; ঢাকা, মাদারীপুর, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রাজশাহী, মেহেরপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও পৌরসভা কার্যালয়ে জনসাধারণের পরিদর্শনের সুবিধার্থে সংরক্ষিত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ খাদেমুর রহমান

সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

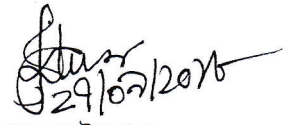
স্মারক নং ২৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০২০.১৫/ ৩২২

১৪ ডিসেম্বর ২০১৮
PM-১
১৪ ডিসেম্বর ২০১৮
উন্নয়ন সচিব
তারিখঃ ২৭/০৯/২০১৮
৩০/০৯/২০১৮
(Shaheen Ahmed)
Senior Planner
Urban Development Directorate
82, Segunbagicha, Dhaka-10

বিষয়ঃ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ০৫.০৮.২০১৮ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লাহ খন্দকার এর সভাপতিত্বে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” শীর্ষক প্রকল্পের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন: ৯৫৪৯৬০২

পরিচালক,
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. প্রকল্প পরিচালক, “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” শীর্ষক প্রকল্প, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪. যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

বিষয়ঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” শীর্ষক প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ শহীদ উল্লাহ খন্দকার
সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ : ০৫-০৮-২০১৮ ইং
সময় : দুপুর ১২.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সভায় উপস্থিতির তালিকা : পরিশিষ্ট “ক”।

১.০ সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি সভার মূল কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধানকে অনুরোধ জানান। যুগ্ম-প্রধান নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” শীর্ষক প্রকল্পটি সভায় উপস্থাপন করেন।

২.০ যুগ্ম প্রধান জানান যে, “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করে মেয়াদ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। গত জুন ২০১৮ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের খসড়া চূড়ান্ত প্ল্যান প্রণীত হয়েছে। নিয়ম মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় প্রণীত খসড়া চূড়ান্ত প্ল্যান গেজেট আকারে প্রকাশ করার জন্য স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করা হয়েছে। তিনি প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপনের জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন।

৩.০ এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রকল্প এলাকা, কাজের ধরণ, কি ধরনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে তা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এ প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন জরিপ সম্পন্ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সভা, ওয়ার্কশপ, জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার, মাসব্যাপী গনশুনানী সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তাদের মতামত সমূহ Final Plan Report এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রকল্পের Technical Management Committee (TMC) কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পের সকল তথ্য, ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রকল্পের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। তবে প্রকল্প সমাপ্তির পর রিপোর্ট ছাপানোর কাজটি সম্পন্ন করার কথা ছিল কিন্তু অনিবার্য কারনবশতঃ রিপোর্ট প্রিন্ট করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি কাজটি কিভাবে সম্পন্ন হবে তা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে রাজস্ব বাজেট হতে রিপোর্ট ছাপানোর কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণ এতে একমত পোষন করেন এবং গেজেট প্রকাশের সাথে সাথে প্রকল্পের সকল তথ্য এর সফটকপি সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

৪.০ ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় জানতে চান যে, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত Land Zoning প্রকল্পের সাথে ১৪ উপজেলা প্রকল্পের প্রণীত মাস্টার প্ল্যান সমূহ সাংঘর্ষিক হবে কিনা? এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত Land Zoning প্রকল্পে মৌজার দাগ ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার করা হয়নি যা ১৪ উপজেলা প্রকল্পে করা হয়েছে। উপরোক্ত ১৪ উপজেলা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি মৌজার প্রতিটি দাগের বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে যার মধ্যে কৃষি জরীপ ছাড়াও আরো আট ধরনের

জরীপলব্ধ তথ্য সন্নিবেশিত আছে। তাছাড়া উক্ত প্রকল্পে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগকে বিবেচনায় নিয়ে Risk Sensitive Land Use Plan তৈরী করা হয়েছে।

৫.০ ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি বলেন যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত Mymensingh Strategic Development Plan (MSDP) প্রকল্পের আওতায় প্রণীত ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান ইতিমধ্যে সর্বমহলের প্রশংসা অর্জন করেছে। তিনি ১৪ উপজেলা প্রকল্পটি MSDP প্রকল্পের মতো করা হয়েছে কিনা জানতে চান। এ প্রসঙ্গে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক বলেন যে, ১৪ উপজেলা প্রকল্পের ১৪টি উপজেলার মাস্টার প্ল্যান MSDP প্রকল্পের একই ধারায় তৈরী করা হয়েছে। MSDP প্রকল্পের আদলে হওয়ায় এই প্রকল্পের প্ল্যানগুলোও জনগণ ও প্রশাসনের কাজে লাগবে।

৬.০ স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, ১৪ উপজেলার মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান থাকার সময় তিনি ফরিদপুর সদর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থেকে সরেজমিনে ১৪ উপজেলার কাজ পরিদর্শন করেছেন। তিনি ১৪ উপজেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

৭.০ এ পর্যায়ে IMED এর প্রতিনিধি ১৪ উপজেলা প্রকল্পের পিসিআর জমা দেয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি দ্রুতি পিসিআর প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন।

৮.০ বিস্তারিত আলোচনান্তে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণীত চূড়ান্ত খসড়া মাস্টার প্ল্যানের বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

৮.১ প্রকল্পটির রিপোর্টসমূহ ছাপানোর কাজটি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট থেকে সম্পন্ন করতে হবে।

৮.২ প্রকল্পের ‘Project Completion Report (PCR)’ দ্রুত মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে।

৮.৩ প্রকল্পের সকল তথ্য এর সফটকপি সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় কমিশনারে কার্যালয় এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৮.৪ “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণীত খসড়া চূড়ান্ত প্ল্যানসমূহ গেজেটে প্রকাশের জন্য সুপারিশ করা হলো।

৯.০ পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ শহীদ উল্লাহ খন্দকার) ২৫/০৩/১৮

সচিব

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়